

সরোজিনী নাইডুর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জালন লোকসভার অধ্যক্ষের



নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা গত শুক্রবার সংবিধান সदनের সেন্ট্রাল হলে সরোজিনী নাইডুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর ছবিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জালন করেন। রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ, বর্তমান ও প্রাক্তন সদস্যবৃন্দ এবং অন্যান্য বিশিষ্টজনেরাও সরোজিনী নাইডুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। লোকসভার মহাসচিব উপল কুমার সিং-ও সরোজিনী নাইডুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জালন করেন।সরোজিনী নাইডু তাঁর বাঘিতা, কাবিক প্রতিভা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। ১৮৭৯ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি হায়দরাবাদে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন ছাড়াও তিনি নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের পক্ষে জনমত সংগঠিত করেছিলেন। তিনি দিল্লিতে মেয়েদের জন্য লেডি আরউইন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি উত্তর প্রদেশের প্রথম মহিলা রাজ্যপাল হন। ২ মার্চ ১৯৪৯-এ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৫৯-এ সংবিধান সদনের সেন্ট্রাল হলে ভারতের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সরোজিনী নাইডুর প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন বলে জানি।

কোয়েম্বটুরে মহাশিবরাত্রি উদযাপনের প্রস্তুতি শুরু

কোয়েম্বাটুর, ১৪ ফেব্রুয়ারি : তামিলনাড়ু কোয়েম্বাটুরে মহাশিবরাত্রি উদযাপনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। আদিযোগী শিব মূর্তির কাছে মহাশিবরাত্রি উদযাপনের প্রস্তুতি হিসেবে মূল অনুষ্ঠান মঞ্চ তৈরি করা হচ্ছে। যাবতীয় প্রস্তুতি এখন তুঙ্গমন্ডল ডিজনাইার রূপিন সুদক বলেন, মহাশিবরাত্রির সময় সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো আদিযোগী।

শীতে কাঁপছে কাম্বীর, ১৮-২৪ ফেব্রুয়ারি শুষ্ক থাকবে উপত্যকা

শ্রীনগর, ১৪ ফেব্রুয়ারি : আগামী ১৮ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের কোথাও বৃষ্টি ও তুষারপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। ওই সময়ে আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে। তবে, তার আগে মাকেমধ্যে মেঘলা থাকতে পারে

গোলাপ দিবস উপলক্ষে আদিবাসী টোলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মানববৃশ্চল



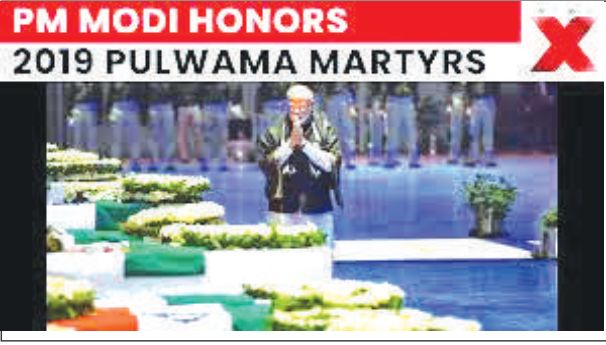
আরারিয়া, ১৪ ফেব্রুয়ারি বিহারের আরারিয়া জেলার ফোর্‌সগঞ্জের তিরসুন্ত পঞ্চায়েতের অন্তর্গত প্রাথমিক বিদ্যালয় আদিবাসী টোলা মধুরায় গত শনিবার গোলাপ দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে পুলওয়ামা জঙ্গি হামলায় শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং তাঁদের ছবিতে গোলাপ ফুল অর্পণ করা হয়।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিক্ষক কুমার রাজীব রঞ্জন বলেন, ফেব্রুয়ারি মাসকে প্রেমের মাস বলা হয় এবং গোলাপ প্রেমের প্রতীক। গোলাপ ফুল কোমলতা ও সৌন্দর্যের পরিচায়ক। তিনি বলেন, ফুলাচাষকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত, কারণ এটি একটি লাভজনক কর্মসংস্থানের বিকল্প হতে পারে। এতে আয়ের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়ে। তিনি জানান, খয়েরখা পঞ্চায়েতের সুরহা ধর এলাকায় বহু মানুষ ফুলাচাষ করে ভালো আয় করছেন।অনুষ্ঠানে পড়য়া়ারা মানবশৃঙ্খল গ্রহণ ‘রোজ ডে’ বার্তা তুলে ধরে। প্রধান শিক্ষক মিথিলেশ কুমার সিং ও শিক্ষক রঞ্জিত কুমার মণ্ডলও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। ফোকাল শিক্ষক ও কবি সঞ্জীব কুমার নিগম তাঁর স্বরচিত কবিতা ‘মেরি বাগিয়া কি কাচনার কি কালি হো তুম’ আবৃত্তি করেন বলে জানি।

যোষণা

দূরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও ব্যঙ্গেরে যথাগত ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই যোগাভার সুরক্ষার পেশাদার ক্রয়ি আশ্রয়ে নিশ্চে অক্ষয়ী ছাপা হচ্ছে।

পুলওয়ামা হামলার বীর শহীদদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৪ ফেব্রুয়ারি : জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামায় সন্ত্রাসী হামলার বীর শহীদদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার সকালে এক্র মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, ২০১৯ সালের এই দিনে পুলওয়ামায় যারা প্রাণ হারিয়েছিলেন, সেই সাহসী বীরদের স্মরণ করছি দেশের প্রতি তাঁদের নিষ্ঠা, সংকল্প ও সেবা আমাদের সম্মিলিত চেতনায় চিরকাল অঙ্গান থাকবে। প্রতিটি ভারতীয় তাঁদের অদম্য সাহস থেকে শক্তি লাভ করেউল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি পুলওয়ামায় বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি নিয়ে সিআরপিএফ কনভয়ে হামলা জইশ-ই- মহম্মদ জঙ্গিরা। তাতে প্রাণ হারান ৪০ জন জওয়ান। এই হামলার পাল্টা হিসাবে পাক অধিকৃত কাম্বীর ও বালাকাটে আফগান চালায় ভাঙতীয় সেনা। তার জেরে দু’দেশের মধ্যে সংঘাত-পরিস্থিতি তৈরি হয়।অন্যদিকে



পুলওয়ামায় সন্ত্রাসী হামলার শহীদদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একইসঙ্গে সন্ত্রাসবাদের তীব্র নিন্দা করে তিনি জানান, সন্ত্রাসবাদ মানবতার সবচেয়ে বড় শত্রু। শনিবার এক্র মাধ্যমে এক বার্তায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানান, পুলওয়ামা সন্ত্রাসী হামলায় শহীদ বীর সেনানীদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই, তাঁদের বীরত্বের কথা স্মরণ করি।অমিত শাহ এক্র মাধ্যমে

আরও জানান, সন্ত্রাসবাদ মানবতার সবচেয়ে বড় শত্রু এবং ভারত সন্ত্রাসবাদকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলির সাহস, নিষ্ঠা এবং ত্যাগের প্রতি দেশে সর্বদা ঋণী থাকবো।অন্যদিকে পুলওয়ামা হামলার শহীদদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করলো সিআরপিএফ। শনিবার সকালে সিআরপিএফ-এর পক্ষ

উদ্যোগ ভবন মেট্রো স্টেশনের নাম বদলে হল সেবাতীর্থ

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি :এ নাম বদলে

গেল উদ্যোগ ভবন মেট্রো স্টেশনের। এখন থেকে এই মেট্রো স্টেশনে পরিবর্তিত নাম হল সেবাতীর্থ।

উদ্যোগ ভবন মেট্রো স্টেশনের নাম এখন থেকে সেবা তীর্থ রাখা হয়েছে। এই স্টেশনটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে মাত্র অল্প দূরে অবস্থিত। নতুন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়টিও সেবা তীর্থ নামে পরিচিত হবে। গত শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীর

থেকে এক বার্তায় জানানো হয়েছে, পুলওয়ামার শহীদদের বীরত্ব সর্বদা হৃদয়ে গেঁথে থাকবে। সিআরপিএফ টুইট করে জানিয়েছে, ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি, পুলওয়ামায় সিআরপিএফ-এর ৪০ জন বীর জওয়ান সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছেন। তাঁদের বীরত্ব চিরকাল আমাদের হৃদয়ে গেঁথে আছে। ডিজি জিপি সিং ও সমস্ত পদমর্যাদার সদস্যরা আমাদের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। আমরা তাঁদের পরিবারের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছি। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি পুলওয়ামায় বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি নিয়ে সিআরপিএফ কনভয়ে হামলা জইশ-ই- মহম্মদ জঙ্গিরা। তাতে প্রাণ হারান ৪০ জন জওয়ান। এই হামলার পাল্টা হিসাবে পাক অধিকৃত কাম্বীর ও বালাকাটে আভিযান চালায় ভাঙতীয় সেনা। তার জেরে দু’দেশের মধ্যে সংঘাত-পরিস্থিতি তৈরি হয়।

তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী



নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৪ ফেব্রুয়ারি : বিএনপি প্রধান তারেক রহমানকে জয়ের জন্য অভিনন্দন জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার তিনি জানান, এই জয় প্রমাণ করে বাংলাদেশের মানুষের আপনার নেতৃত্বের উপর ভরসা রয়েছে। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, সার্বিক প্রগতির পাশে থাকবে ভারত। যৌথ উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি যে তারেকের সঙ্গে কাজ করার প্রত্যাশা রাখছেন, তা-ও স্পষ্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।সমাজ মাধ্যম এক্র হ্যাণ্ডেলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার বাংলায় লিখেছেন, আমি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত সংসদীয় নির্বাচনে বিএনপিকে নির্ণায়ক বিজয়ের অভিমুখে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য জনাব তারেক রহমানকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।এই ফলাফল আপনার নেতৃত্বের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের আস্থার প্রতিফলন।ভারত একটি গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের পক্ষে তার সমর্থন অব্যাহত রাখবে।আমাদের বহুমাত্রিক সম্পর্ক আরও জোরদার করা এবং আমাদের অভিন্ন উন্নয়নের লক্ষ্যগুলি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায়ে আপনার সঙ্গে একযোগে কাজ করার প্রত্যাশা রাখছি। অন্যদিকে ঢাকাতে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঐতিহাসিক বিজয়ের পর এবার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকেও আসতে শুরু করেছে আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছা। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে এই জয়ের জন্য বিএনপি ও দলের সুপ্রিয়ো তারেক রহমানকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছে আমেরিকা।ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের তরফে শুক্রবার সকালে সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করা হয়েছে এই বিষয়ে। সেখানে লেখা হয়েছে, একটি সফল নির্বাচন।আয়োজনের জন্য বাংলাদেশের জনগণকে অভিনন্দন। বিএনপি এবং তারেক রহমানকে তাঁদের ঐতিহাসিক বিজয়ের শুভেচ্ছা। আমাদের দুই দেশের সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার অভিন্ন লক্ষ্য বাস্তবায়নে আপনারদের সাথে কাজ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র আগ্রহী।

বিশ্ব রেডিও দিবস ২০২৬ রায়পুরে শুক্রবার রেডিও ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে জাতীয় আলোচনা

রায়পুর, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ বিশ্ব রেডিও দিবস ২০২৬ উপলক্ষে আকাশবাণী রায়পুর, ছত্তিশগড়ে, ইউনেস্কো-র সহযোগিতায় শুক্রবার একটি বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করেছে।চলতি বছরের রেডিও দিবসের থিমকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এই সেমিনারের আলোচনা করা হবে-কীভাবে কৃত্রিম রেডিও সম্প্রচারে মানব বিষয়বস্তু নির্মাণ, এবং সম্প্রচারের পরিধি সহায়ক ভূমিকা পালন মাধ্যমে সম্প্রচার ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান ভূমিকার একটি এআই-এর সাহায্যে।আর্কিভ সংরক্ষণ, অনুবাদ, শ্রোতাদের সংযুক্তি এবং সম্প্রচারের সুযোগ আরও উন্নত করে রেডিওকে আরও কার্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলার সম্ভাবনাকে কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি এটাও স্পষ্ট করা হয়েছে যে যুক্তি কেবল একটি সহায়ক মাধ্যম, মানব কষ্টস্রয়ের বিকল্প নয়। সম্পাদকীয় বিবেচনা ও বিশ্লেষণযোগ্যতাই রেডিওর মূল পরিম্য।এই উপলক্ষে প্রসার ভারতী এবং ইউনেস্কোর যৌথ উদ্যোগে ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুরে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই।এছাড়াও অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন আকাশবাণীর মহাপরিচালক রাজীব জৈন, ইউনেস্কোর যোগাযোগ ও তথ্য বিভাগের আঞ্চলিক উপদেষ্টা হাজ্জাজ মাল্লেক এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ ও পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ।

রাজ্যপাল সি. ভি. আনন্দ বোসের উপস্থিতিতে নবম সমাবর্তন সম্পন্ন

অরুণ নন্দর,কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : বাসাসতের অ্যাডমাস বিশ্ববিদ্যালয় গত বুধবার আয়োজন করেছিল তাদের নবম সমাবর্তন অনুষ্ঠান। শিক্ষাজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকে পা রাখলেন বিভিন্ন বিভাগের ম্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীরা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি. ভি. আনন্দ বোস। সমাবর্তন মঞ্চ থেকে তিনি শিক্ষার্থীদের রাজ্য, উদ্ভাবন ও নৈতিকতায় সমগ্র দেশগঠনে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য অধ্যাপক সমিত তার এবং উপাচার্য অধ্যাপক সুব্রজ্ঞন দাস। উপস্থিত ছিলেন এআইসিটিই-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান ড. টি. জি. সীতারাম, ড. সত্য গুপ্ত ও অধ্যাপক অন্মান চক্রবর্তীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বেরা।এ বছর মোট ১,৫২৭ জন শিক্ষার্থীকে ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৯৯২ জন স্নাতক, ৪৫৭ জন স্নাতকোত্তর, ২২ জন পিএইচডি এবং ৫৪ জন ডিপ্লোমা প্রাপক রয়েছে। এছাড়া ১২ জন স্বর্ণপদক ও ২০ জন রৌপ্যপদক পেয়েছেন। অনুষ্ঠানে চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে সম্মানসূচক ডক্টরেট প্রদান করা হয়। এনএএসি ‘এ’ গ্রেড প্রাপ্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি এই মুহূর্তে পূর্ব ভারতে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নিজেদের স্বতন্ত্র অবস্থান আরও সুদৃঢ় করেছে বলে অভিমত শিক্ষামহলের।

সাইথ ব্লকের দিন শেষ, ব্রিটিশ আমলের এই ভবনে হয়ে গেল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার শেষ বৈঠক

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি সাইথ ব্লকের দিন শেষ, শনিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার শেষ বৈঠক হয়ে গেল ব্রিটিশ আমলের এই রককে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈকর এদিন জানিয়েছেন, ১৩ ফেব্রুয়ারি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ‘সেবা তীর্থ’ জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। ভারতকে উপনিবেশ হিসেবে ধরে রাখার জন্য ব্রিটিশরা সাইথ ও নর্থ ব্লক তৈরি করেছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে, কিন্তু তৎকালীন সরকার নিজদের কাজের জন্য এই ভবনগুলি ব্যবহার করতে থাকে। স্বাধীনতার পর থেকে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সাইথ ব্লকের অফিস থেকে কাজ করে আসছে। আমরা আনন্দিত যে, সাইথ ব্লকের এই অফিসে শেষবারের মতো কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শৈতোর অবসানে মোয়া গেল মহা শ্মশানে “ খেজুর রসের অবসানে মোয়া গেল মহাশ্মশানে”



কে.কে.সাহা, বহুভূ (দঃ২৪ পরগণা)ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর থানাতে দক্ষিণ বারাহাশ ও বহুভূ এলাকায় খেজুর রসের উন্নত মানের হওয়ায় অদ্যাবধি ‘জয়নগরের মোয়া’ দেশ ওবিদেশে সুখান্দ্য হিসাবে জি.আই.প্রাপ্তি গয় জয়নগর এলাকায় খেজুর গাছ বর্তমানে বপানো খুবই প্রয়োজন উল্লেখ্য যে, শিউলীরা বর্তমানে এই কাজ ছেড়ে অন্য কাজে যুক্ত হতে সরকারীভাবে সাহায্য বা সহযোগিতা পাচ্ছেন না বলে সাহায্য জানতে সক্ষম বারাহাশতের সন্তোষ ও অন্যথ রসদারেরে শিউলী পরিবার। তাই,মোয়া ব্যবসারী গনেশ দাস বলেন যে, আগামী সপ্তাহ থেকে আর জয়নগরের মোয়া ভেমন আর পাওয়া যাবে না, কারণ শীত প্রায় শেষ বলা যায়।

রাশিফল

মেঘঃ আপনি আপনার দিন যোগ এবং ধ্যান দিয়ে শুরু করতে পারেন। এটি করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে এবং আপনি সারা দিন ধরে আপনার শক্তির স্তর বজায় রাখবেন। আপনি যদি ভ্রমণ করে থাকেন তবে আপনার মূল্যবান জিনিসগুলির বিশেষ যত্ন নিন।।
বৃষঃ আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। আপনার বাসস্থান সফ্রেক্ষত বিনিয়োগ লাভজনক হবে না।
মিথুনঃ আজ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। যারা ক্ষুদ্রতর ব্যবসায় পরিচালনা করছেন তারা আজ তাদের বন্ধ হওয়া ব্যক্তিদের কাছ থেকে কোনও পরামর্শ নিতে পারেন, যা তাদের আর্থিকভাবে লাভবান করতে পারে।
বিবাহের যোগ হতে পারে ।
কর্কট রাশিঃ মানসিক স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য বিভ্রান্তি এবং হতাশা এড়িয়ে চলুন। আজ অর্থের আগমন আপনারকে অনেক আর্থিক ঝামেলা থেকে মুক্তি দিতে পারে।।
সিংহঃ আপনার জন্য নিছকই আনন্দ এবং মজা-মেহেতু আপনি পূর্ণমাত্রায় জীবন উপভোগ করতে নেমে পড়েনে। আজও কাউকে অর্থ ঋণ দেওয়ার চেষ্টা করবেন না এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে সেই সময়কাল সম্পর্কে তিনি লিখিতভাবে এটি গ্রহণ করবেন যে সে কী পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করবে। বিবাহের যোগ হতে পারে ।
কন্যাঃ কোন সাধু ব্যক্তির আশীর্বাদ মেরে শান্তি এনে দেবে। অর্থনৈতিক দিকটি শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি আপনি কোনও ব্যক্তিকে অর্থ ধার দিয়ে থাকেন তবে আপনি আজ সেই টাকা ফেরত পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। শুভ দিন হবে ।
তুলাঃ আপনার স্বাস্থ্যের খাতিরে চিকার স্বপ্নেরে ন্যা যে কারণে কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন তাদের যে কোনও পরিস্থিতিতে ঋণ পরিশোধ করতে হতে পারে। এই পদ্ধতিতে এটি আপনার অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে দূরল করতে পারে ।
বৃশ্চিকঃ সুখী জীবনের স্বার্থে নিজের একগুয়েমি দূর করুন, এরফলে নিছক সময় নষ্ট হয়। আপনার পরিচিত মানুষদের মাধ্যমে উপার্জনের নতুন উৎস সৃষ্টি হবে।
ধনুঃ আপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আর আত্মক দরলতে যথেষ্ট সময় দেবে। আর্থিক দিকে উন্নতি নিশ্চিত। কোন ধর্মীয় স্থানে বা আত্মীয়ের কাছে যাওয়া আপনার জন্য সম্ভাব্য বলে মনে হচ্ছে।
মকরঃ বাচ্চারা আপনার সন্ধ্যাটো উজ্জ্বল করবে। নিম্প্রাণ আর কর্মবাস্ত্ব দিনকে বিভাদ্য জানাতে একটি সুন্দর ডিনারের পরিকল্পনা করুন। কংসারে শান্তি ফিরতে পারে
কুন্তঃআপনার মুঞ্চকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। যদিও আপনার আদ্বুল গলে ঢাকা বেরিয়ে যাবে তা হলেও আপনার সৌভাগ্যশালী নক্ষত্রগুলি টাকার প্রবাহ বজায় রাখবে। শুভ দিন।
যদি আপনি বাড়ি থেকে বাইরে গিয়ে দূরে কোথাও চাকরি করেন তাহলে আজ আপনীর ফাঁকা সরয়ে ব্যারি লোকদের সাথে কথা বলতে পারেন। আর্থিক উন্নতি হতে পারে
মীনঃআপনার ব্যাবি অসুখীর কারণ হতে পারে। পরিবারে যুথ ফিরলে। আনতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা অতিক্রম করার চেষ্টা করুন। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে জরুরী কেনাকাটা করা সুবিধাজনক করবেন।নষ্ট হয়ে যাবে।বিদেশে যাত্রা শুভ দিনে হবে

আবহাওয়া

শীতের বিদায়লগ্ন প্রায় এসেই গেল, এখনও রাতে ও ভোরে হালকা শীতের আমেজ অনুভূত হচ্ছে

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। ঠান্ডা রয়েছে উত্তরবঙ্গের পাছা ডাঘেয়া জেলাগুলিতেও। শনিবার সকালেও কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল স্বাভাবিকের নীচেই। তবে, এবার ফাল্গুন মাসে তাপমাত্রার পারদ চড়তে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আপাতত দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে। রাতের তাপমাত্রা ২ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাতে পারে। আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার তাপমাত্রা স্বাভাবিক অথবা স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকবে। কলকাতার আকাশ থাকবে মূলত পরিষ্কার। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৫ ডিগ্রি বেশিআপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮২ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৩৫ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়নি

জেয়ার-ভাটা

জেয়ার-সকাল ১১টা ৫৫মিনিট এবং ১১ রাত ৫৫টা ।
ভাটা-দুপুর ০১টা ৫২মিনিট এবং রাত ১১টা ৫২মিনিট ।
সূর্য:উদয় :সকাল ৬টা ১০মিনিটে হতে পারেএবং অস্তা হতে পারে ৫টা ৩৬মিনিটে হতে পারে ।

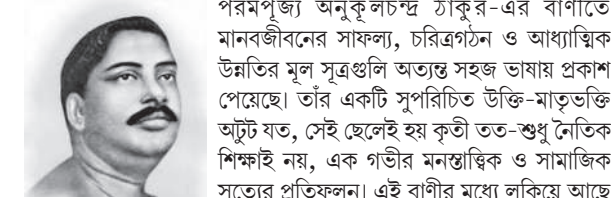
আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা-৭৬, রবিবার, ০২ ফাল্গুন, ১৪৩২

অধিকার ভাতার রাজনীতি ও বাস্তবতা

তামিলনাড়ু সরকারের ‘মাগালির উরিমাই খোগাই’ প্রকল্প আবারও জাতীয় রাজনীতির আলোচনায় উঠে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সরকার ঘোষণা করেছে, এই প্রকল্পের আওতায় সরাসরি উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক আকাউন্টে মোট ৬,৫৫০ কোটি টাকা জমা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল-এই তিন মাসের জন্য মাসে ১,০০০ টাকা করে মোট ৬,০০০ টাকা এবং অতিরিক্ত ২,০০০ টাকা গ্রীষ্মকালীন বিশেষ প্যাকেজ হিসেবে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ একসঙ্গে ৫,০০০ টাকা পেয়েছেন উপভোক্তারা। সংখ্যার অঙ্ক যেমন বড়, তেমনই বড় এর রাজনৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য। এই প্রকল্প ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে চালু হয়েছিল। শুরুতে ১.১৩ কোটি পরিবার, যেখানে পরিবারের প্রধান হিসেবে মহিলারা চিহ্নিত, তারা মাসে ১,০০০ টাকা করে পেতেন। বর্তমানে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১.৩১ কোটিতে। অর্থাৎ কয়েক মাসের মধ্যেই উপভোক্তার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি শুধু একটি আর্থিক সহায়তা প্রকল্প নয় বরং একটি বৃহত্তর সামাজিক বার্তা বহন করে-গৃহস্থালির অদৃশ্য শ্রমের স্বীকৃতি। স্ট্যালিন স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, এই ‘খোগাই’ দয়ার দান নয়, এটি অধিকার। তাঁর কথায়, যে-ই বাধা দিক না কেন, আমি পিছিয়ে যাব না। নির্বাচনের প্রাক্কালে এই মন্তব্য নির্ছক প্রশাসনিক ঘোষণা নয় বরং এক রাজনৈতিক অবস্থান। তিনি আরও অভিযোগ করেন, নির্বাচনের দোহাই দিয়ে এই প্রকল্পের অর্থপ্রদান আটকে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। সেই প্রেক্ষাপটে তিনি নিজেকে ‘একজন’ হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন, ‘তিন মাস টাকা বন্ধ থাকলে সাধারণ পরিবারের কী কঠিন পরিস্থিতি হতে পারে, তা তিনি বোঝেন। এই প্রকল্পের দর্শনটি গুরুত্বপূর্ণ। বহু বছর ধরে নারীবাদী অর্থনীতিবিদরা বলে আসছেন, গৃহস্থালির কাজ-রান্না, সন্তান প্রতিপালন, বৃদ্ধদের যত্ন, পরিবারের মানসিক ও সামাজিক কাঠামো ধরে রাখা-এই সবই অর্থনৈতিক বাস্তব তৈরি করে, কিন্তু তার কোনও আর্থিক স্বীকৃতি নেই। বাজার অর্থনীতিতে যে শ্রমের দাম নির্ধারিত হয় না, সেটিই থেকে যায় অদৃশ্য। তামিলনাড়ু সরকার সেই অদৃশ্য শ্রমকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি করছে। তারা বলছে, এই প্রকল্প মহিলাদের ‘দায়বদ্ধতা’কে সম্মান জানায়-পরিবারের যত্ন, গৃহস্থালির কাজ এবং অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদনমূলক শ্রমে অংশগ্রহণ। তবে প্রশ্ন উঠছে, এই অর্থনৈতিক স্বীকৃতি কি প্রকৃত মুক্তির পথ, নাকি এক নতুন নির্ভরতার কাঠামো? মাসে ১,০০০ টাকা-বা ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত ২,০০০ টাকা-নিশ্চয়ই পরিবারগুলির জন্য সহায়ক। নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ, গুণুধ, সন্তানের পড়াশোনা-এই সব ক্ষেত্রে নগদ অর্থ হাতে থাকা মহিলাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়াতে পারে। সরাসরি ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের মাধ্যমে অর্থ পৌঁছানোয় মধ্যস্বত্বভোগীর ভূমিকা কম যায়, স্বচ্ছতাও বাড়ে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে কি এই ধরনের নগদ ভাতা নারীর আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করে? একটি দিক থেকে দেখলে, এই প্রকল্প সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বহু পরিবারই অনিশ্চিত আয়ের উপর নির্ভরশীল। কৃষি, অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্র, দিনমজুরি-এসবের আয় অনিয়মিত। সেখানে মাসিক একটি নির্দিষ্ট অঙ্ক পরিবারকে ন্যূনতম নিরাপত্তা দেয়। বিশেষ করে মহিলাদের হাতে অর্থ গেলে তা প্রায়শই পরিবারের স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় যায়-এমন পর্যবেক্ষণ বহু গবেষণায় উঠে এসেছে। সেই অর্থে প্রকল্পটির ইতিবাচক সামাজিক প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। অন্যদিকে, সমালোচকেরা বলছেন, এই ধরনের প্রকল্প রাজ্য অর্থনীতির উপর চাপ সৃষ্টি করে। ৬,৫৫০ কোটি টাকার সরাসরি হস্তান্তর ছোট অঙ্ক নয়। উপভোক্তার সংখ্যা ১.৩১ কোটিতে পৌঁছানো মানে রাজ্যের রাজস্বের একটি বড় অংশ এই খাতে যায় হচ্ছে। প্রশ্ন হল, এই বয় দীর্ঘমেয়াদে টেকসই কি না? শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো, কর্মসংস্থান-এই খাতগুলিতেও বিপুল বিনিয়োগ প্রয়োজন। সামাজিক সুরক্ষা ও উন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে ভাষাসম্য রক্ষা করা সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ। এখানে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। স্ট্যালিন ঘোষণা করেছেন, যদি তাঁর দল ফের ক্ষমতায় আসে, এই ভাতা দ্বিগুণ করে মাসে ২,০০০ টাকা করা হবে। নির্বাচনের আগে এই ধরনের ঘোষণা স্বাভাবিকভাবেই ভোটের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। প্রশ্ন উঠতে পারে, এটি কি কল্যাণমূলক রাজনীতির প্রসার, নাকি প্রতিযোগিতামূলক ‘স্কিম’-এর সংস্কৃতি? তবে এটাও মনে রাখতে হবে, দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে বহুদিন ধরেই কল্যাণমূলক প্রকল্প রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ-মধ্যাহ্নভোজ, সাহিলক, ল্যাপটপ, স্বাস্থ্যবিমা-এসবের সঙ্গে এই প্রকল্পও যুক্ত হয়েছে। এই প্রকল্পের আরেকটি তাৎপর্য হল, এটি নারীর সামাজিক অবস্থানকে রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে এনেছে। সাধারণত উন্নয়ন বিতর্কে নারীর শ্রমকে পরোক্ষভাবে দেখা হয়। এখানে সরাসরি বলা হচ্ছে, গৃহস্থালির কাজের মূল্য আছে। যদিও মাসিক ১,০০০ টাকা সেই শ্রমের প্রকৃত অর্থমূল্য প্রতিফলিত করে না, তবু প্রতীকী স্বীকৃতি হিসেবে তা গুরুত্বপূর্ণ। এটি সমাজে একটি বার্তা দেয়-নারীর কাজকে ‘দায়িত্ব’ হিসেবে নয়, অবদানের চোখে দেখা উচিত। তবে প্রকল্পের প্রক্রিয়া নির্ভর করছে কয়েকটি বিষয়ে। প্রথমত, উপভোক্তা চিহ্নিতকরণ সক্ষম। কতটা স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ? কোনও পরিবার বাদ পড়ছে কি না, বা অনুপযুক্ত কেউ সুবিধা পাচ্ছে কি না-এই প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, অর্থপ্রদান নিয়মিত হচ্ছে কি না? নির্বাচনের সময় মামলা বা প্রশাসনিক জটিলতায় যদি অর্থ আটকে যায়, তবে সেই অনিশ্চয়তা প্রকল্পের বিশ্বাসযোগ্যতা কমতে পারে। তৃতীয়ত, এই নগদ সহায়তার পাশাপাশি কি কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে? শুধুমাত্র ভাতা নয়, আয়ের সুযোগ বাড়ানোও জরুরি। তামিলনাড়ুর সামাজিক সুচক তুলনামূলকভাবে উন্নত। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে তারা বহুদিন ধরে অগ্রগামী। সেই প্রেক্ষাপটে ‘খোগাই’ একটি সামাজিক সুরক্ষা বলয়কে আরও বিস্তৃত করেছে। কিন্তু ভারতের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে এই মডেল কতটা প্রয়োগযোগ্য, তা নিয়ে বিতর্ক থাকবে। সব রাজ্যের আর্থিক সামর্থ্য এক নয়। তবু নারীর অদৃশ্য শ্রমকে স্বীকৃতি দেওয়ার ধারণাটি নীতিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

অনুকূল ঠাকুরের বাণীর বিশদ ব্যাখ্যা মাতৃভক্তি ও চরিত্রগঠন



ব্যক্তি গঠনের ভিত্তি, পারিবারিক সংস্কারের শক্তি এবং সমাজ নির্মাণের চুক্তি। মা শব্দটি কেবল একজন নারীকে নির্দেশ করে না এটি জীবনের উৎস, লালন-পালন, স্নেহ, ত্যাগ ও নীরব সাধনার প্রতীক। সন্তানের জন্মের আগেই মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক শুরু হয়। মাতৃগড়েই সে প্রথম শিক্ষা পায়-অনুভূতির, নিরাপত্তার, সম্পন্দনের। তাই মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি কেবল সামাজিক আচার নয় এটি মানুষের অন্তর্গত শিক্ষাডের প্রতি অনুগত। অনুকূল ঠাকুরের মতে, যে সন্তান তার মায়ের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা রাখে, তার চরিত্রের ভিত শক্ত হয়। কারণ সে কৃতজ্ঞতা শিখেছে, সে বিনয় শিখেছে, সে ত্যাগের মূল্য বুঝেছে। আজকের সমাজে সাফল্যকে প্রায়শই কেবল অর্থ, পদ বা ধাত্যির মাপকাঠিতে পরিণত করা হয়। কিন্তু অনুকূল ঠাকুর শব্দটির মধ্যে গভীর অর্থ রেখেছেন। কৃতী মানে কেবল পরীক্ষায় প্রথম হওয়া নয় কৃতী মানে চরিত্রবান, দায়িত্বশীল, মানবিক ও সমাজপ্রেমী। আটটি যত্ন, সেই ছেলেই হয় কৃতী তত-শুধু নৈতিক শিক্ষাই নয়, এক গভীর মনস্তত্ত্বিক ও সামাজিক সত্যের প্রতিফলন। এই বাণীর মধ্যে লুকিয়ে আছে

ব্যক্তি গঠনের ভিত্তি, পারিবারিক সংস্কারের শক্তি এবং সমাজ নির্মাণের চুক্তি। মা শব্দটি কেবল একজন নারীকে নির্দেশ করে না এটি জীবনের উৎস, লালন-পালন, স্নেহ, ত্যাগ ও নীরব সাধনার প্রতীক। সন্তানের জন্মের আগেই মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক শুরু হয়। মাতৃগড়েই সে প্রথম শিক্ষা পায়-অনুভূতির, নিরাপত্তার, সম্পন্দনের। তাই মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি কেবল সামাজিক আচার নয় এটি মানুষের অন্তর্গত শিক্ষাডের প্রতি অনুগত। অনুকূল ঠাকুরের মতে, যে সন্তান তার মায়ের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা রাখে, তার চরিত্রের ভিত শক্ত হয়। কারণ সে কৃতজ্ঞতা শিখেছে, সে বিনয় শিখেছে, সে ত্যাগের মূল্য বুঝেছে। আজকের সমাজে সাফল্যকে প্রায়শই কেবল অর্থ, পদ বা ধাত্যির মাপকাঠিতে পরিণত করা হয়। কিন্তু অনুকূল ঠাকুর শব্দটির মধ্যে গভীর অর্থ রেখেছেন। কৃতী মানে কেবল পরীক্ষায় প্রথম হওয়া নয় কৃতী মানে চরিত্রবান, দায়িত্বশীল, মানবিক ও সমাজপ্রেমী। আটটি যত্ন, সেই ছেলেই হয় কৃতী তত-শুধু নৈতিক শিক্ষাই নয়, এক গভীর মনস্তত্ত্বিক ও সামাজিক সত্যের প্রতিফলন। এই বাণীর মধ্যে লুকিয়ে আছে

রাজ্যে কৃষকদের জলকর মকুব

স্বস্তির বার্তা নাকি বাস্তবের কঠিন অঙ্ক?

তন্ময় সরকার

২০২৬-২৭ অর্থবছরের রাজ্য বাজেটে সেচের জলের উপর আরোপিত কর সম্পূর্ণ মকুবের প্রস্তাব নিঃসন্দেহে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণা। কৃষি নির্ভর রাজ্যের অর্থনীতিতে এই সিদ্ধান্তের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য গভীর। সরকার বলছে, কৃষি উৎপাদনের ব্যয় লাগাতার বেড়ে চলেছে-বীজ, সার, কীটনাশক, জ্বালানি, শ্রমিকের মজুরি-সব মিলিয়ে চাষের খরচ এতন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের পক্ষে টিকে থাকা কঠিন হয়ে উঠছে। সেই প্রেক্ষাপটে সেচের জলের উপর আরোপিত কর প্রত্যাহার করা হলে কৃষকের ওপর থেকে একটি নিয়মিত আর্থিক চাপ সরে যাবে। প্রশ্ন হল, এই স্বস্তি কতটা বাস্তব এবং কতটা প্রতীকী? কৃষিকাজে সেচ আজ আর বিলাসিতা নয়, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে বর্ষার অনিশ্চয়তা বেড়েছে। একসময় নির্ভরযোগ্য মৌসুমি বৃষ্টিপাত এখন অনিয়মিত। ফলে খরিফ ও রবি-উষা মরশুমেই সেচের উপর নির্ভরতা বেড়েছে। নলকূপ, খাল, নদীসংলগ্ন পাম্পসেট, লিফট ইরিগেশন-বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে জল তুলে চাষ করতে হয়। এই ব্যবস্থার জন্য সরকার যে জলকর নিত, তা হয়তো সামগ্রিক উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় ছোট অঙ্ক, কিন্তু ক্ষুদ্র চাষির জন্য সেটিও ছিল একটি নির্দিষ্ট দায়। বিশেষ করে যারা অল্প জমিতে চাষ করেন, তাদের জন্য প্রতিটি টাকার হিাব গুরুত্বপূর্ণ। এই সিদ্ধান্তের ইতিবাচক দিক প্রথমেই চোখে পড়ে। উৎপাদন খরচ কমলে কৃষকের লাভের মার্জিন কিছুটা বাড়তে পারে। বাজারদরের অনিশ্চয়তা, ফসলের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার অভিযোগ, পাইকারি বাজারে দালালচক্রের প্রভাব-এই সব সমস্যার মাঝেও যদি অন্তত একটি নির্দিষ্ট ব্যয় কমে, তা মানসিক স্বস্তি দেবে। কৃষি অর্থনীতিতে ‘অফ কাল্টিভেশন’ বা চাষের ব্যয় একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। সেচের খরচ সেই সূচকের অংশ। জলকর মকুব হলে এই ব্যয়ের একটি উৎপাদন বাদ যাবে। এতে চাষের প্রতি আগ্রহ বাড়ে এবং বৈধ সরকারের বিশ্বাস। তবে বাজারের অঙ্ক একটু জটিল। প্রথমত, সব কৃষক কি এই জলকর দিচ্ছে? অনেক ক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ জলের উপর নির্ভরশীল চাষিরা বিদ্যুতের খরচ বহন করেন, কিন্তু সরাসরি জলকর দেয় না। আবার খাল বা সেচ দপ্তরের মাধ্যমে জল নেওয়া চাষিরাই মূলত এই কবের আওতায় পড়তেন। ফলে মকুবের সুফল সবার কাছে সমানভাবে পৌঁছবে কি না, তা নির্ভর করছে সেচ ব্যবস্থার বারোই নীতির সাফল্য নির্ভর করে বাস্তবায়নের উপর। বাজেটে প্রস্তাব রাখা আর তা কার্যকর হওয়া এক নয়। বিধানসভায় অনুমোদন, প্রশাসনিক নির্দেশিকা জারি, মাঠপর্যায়ে প্রয়োগ-এই সব ধাপ অতিক্রম করতে হয়। এই জায়গাতেই সাম্প্রতিক বিব্রান্তির প্রসঙ্গ উঠে আসে। সমাজমাধ্যমে দাবি ছড়িয়েছিল, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিধানসভাভিত্তিক বিশেষ কম্পেন্সার মাধ্যমে জলকর মকুবের প্রক্রিয়া শুরু করছে, ওই কম্পেনগুলির সঙ্গে জলকর মকুবের সরাসরি সম্পর্ক নেই। সেগুলি বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা ও প্রকল্প সংক্রান্ত আবেদন গ্রহণের জন্য আরোজিত। অর্থাৎ, বাজেট প্রস্তাব কার্যকর বোঝা যায়, এটি রাজ্যের সামগ্রিক আয়ের বড়

অংশ নয়। তবু আর্থিক সংকটের সময়ে যে কোনও রাজস্ব ছাড় দেওয়া মানে অন্য খাতে চাপ তৈরি হওয়া। বাজেট প্রস্তাব কার্যকর হলে সেই ঘাটতি কীভাবে পূরণ হবে? উন্নয়নমূলক প্রকল্প, সেচ অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ, খাল সংস্কার-এই সব ক্ষেত্রেই তো অর্থের প্রয়োজন। সমাজমাধ্যমের যুগে তুল তথ্য মুহূর্তে ছড়িয়ে জলকর মকুবের ফলে যদি সেচ দপ্তরের নিজস্ব তহবিল কমে যায়, তবে ভবিষ্যতে অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে সমস্যা তৈরি হতে পারে। অর্থাৎ, এক দিকে কৃষকের স্বস্তি, অন্যদিকে



পরিকাঠামোর স্থায়িত্ব-এই দুইয়ের ভারসাম্য রক্ষা জরুরি। এই সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও দেখা দরকার। কৃষক সমাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভোটভিত্তি। কৃষি সংকটের প্রশ্নে বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিবাদ, আন্দোলন, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে অসন্তোষ-এসবই সাম্প্রতিক সময়ে বারবার সামনে এসেছে। ফলে বাজেটে কৃষিবান্ধব বার্তা দেওয়া রাজনৈতিক দিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ। তবে নীতির সাফল্য নির্ভর করে বাস্তবায়নের উপর। বাজেটে প্রস্তাব রাখা আর তা কার্যকর হওয়া এক নয়। বিধানসভায় অনুমোদন, প্রশাসনিক নির্দেশিকা জারি, মাঠপর্যায়ে প্রয়োগ-এই সব ধাপ অতিক্রম করতে হয়। এই জায়গাতেই সাম্প্রতিক বিব্রান্তির প্রসঙ্গ উঠে আসে। সমাজমাধ্যমে দাবি ছড়িয়েছিল, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিধানসভাভিত্তিক বিশেষ কম্পেন্সার মাধ্যমে জলকর মকুবের প্রক্রিয়া শুরু করছে, ওই কম্পেনগুলির সঙ্গে জলকর মকুবের সরাসরি সম্পর্ক নেই। সেগুলি বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা ও প্রকল্প সংক্রান্ত আবেদন গ্রহণের জন্য আরোজিত। অর্থাৎ, বাজেট প্রস্তাব কার্যকর হওয়ার আগে কোনও আলাদা আবেদন বা

জানানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আরেকটি প্রশ্ন হল, শুধুমাত্র জলকর মকুব কি কৃষি সংকটের মূল সমাধান? কৃষকের সমস্যা বহুমাত্রিক। উৎপাদন খরচ বাড়ছে, কিন্তু কৃষির দাম ওঠানামা করছে। সংরক্ষণাগারের অভাব, শস্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত না হওয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতি-এসবই চাষিকে অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখে। সেচের জলের কর মকুব একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হলেও, এটি বৃহত্তর কৃষিনীতি সংস্কারের অংশ হওয়া উচিত। আধুনিক সেচ প্রযুক্তি, ড্রিপ ইরিগেশন, জল সংরক্ষণ প্রকল্প, খাল পুনর্নর্নন-এই সব ক্ষেত্রেও সমান গুরুত্ব প্রয়োজন। বিশেষ করে জলসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জল যদি বিনামূল্যে বা সম্পূর্ণ করমুক্ত হয়, তবে অপচয়ের সম্ভাবনা বাড়ে যে কি না, সেই প্রশ্নও উঠতে পারে। অর্থনীতির একটি মৌলিক নীতি হল, যে সম্পদের মূল্য নির্ধারণ নেই, তার অপব্যবহার বাড়ে। যদিও কৃষিক্ষেত্রে জল একটি মৌলিক উৎপাদন, তবু সঠিক ব্যবস্থাপনা ছাড়া অতিরিক্ত উত্তোলন ভবিষ্যতে জলস্রব নামিয়ে দিতে পারে। তাই জলকর মকুবের সঙ্গে সঙ্গে সেচোতনতা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও জোরদার করতে হবে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের প্রসঙ্গে সরকার বিশেষভাবে গুরুত্ব

মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আড়ালে কার স্বার্থ, প্রশ্ন জনপরিসরে

অনিকেত নন্দর, নয়াদিল্লি

ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে সম্ভাব্য মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি-অর্থাৎ একটিএ-নিয়ে আলোচনার গতি যত বাড়ছে, ততই জনপরিসরে প্রশ্ন ঘনীভূত হচ্ছে। চুক্তি ভালো না খারাপ-এটাই কি আসল প্রশ্ন? নাকি তার চেয়েও বড় প্রশ্ন হলো, রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত কার পক্ষে দাঁড়াবে? ছোট ও মাঝারি শিল্পের পাশে, নাকি বহুজাতিক ও বৃহৎ কর্পোরেট গোষ্ঠীর পাশে? অর্থনীতির পরিভাষায় বিষয়টি যতই শুষ্কহ্রাস, বাজার-অভিগম্যতা বা বিনিয়োগ সুরক্ষার কথায় সীমাবদ্ধ থাকুক না কেন, বাস্তবে এর অভিঘাত পড়বে শ্রমিক, কৃষক, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও ভোক্তার জীবনে। ভারত দীর্ঘদিন ধরেই বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থার সক্রিয় অংশ। ভারত-এর অর্থনীতি গত তিন দশকে উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ ও বিশ্বায়নের নীতিতে দ্রুত প্রসারিত হয়েছে। অন্যদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ একক বাজার, যেখানে উচ্চমানের প্রযুক্তি, মাননীয়ত্বগ ও শ্রম-পরিবেশ সংক্রান্ত কঠোর বিধিনিষেধ বিদ্যমান। এই দুই ভিন্ন অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বভাবতই বহুমাত্রিক প্রভাব ফেলবে। একটিএ-র পক্ষে যুক্তি পরিষ্কার। শুষ্ক কমলে বা উঠে গেলে রপ্তানি বাড়বে, বিদেশি বিনিয়োগ আসবে, প্রযুক্তি স্থানান্তর সহজ হবে। ভারতীয় গুণুধ, বস্ত্র, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষিপণ্য-এসবের জন্য ইউরোপীয় বাজার উন্মুক্ত হতে পারে। একইভাবে ইউরোপীয় যন্ত্রপাতি, অটোমোবাইল, দুগ্ধজাত পণ্য বা

বিলাসদ্রব্য ভারতকে কম দামে আসতে পারে। ভোক্তা হলেতা কম দামে ভালো পণ্য পাবে। কিন্তু এই সরল সমীকরণের আড়ালে রয়েছে একাধিক জটিল বাস্তবতা। প্রথমত, ভারতীয় শিল্পের গঠন। দেশের কর্মসংস্থানের বড় অংশ ক্ষুদ্রে ছোট ক্ষুদ্রে, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ-যাদের আমরা এমএসএমই বলি। এরা প্রায়শই সীমিত পুঁজি, কম প্রযুক্তি ও দুর্বল অবকাঠামোর মধ্যে কাজ করে। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি যোগ্যে উচ্চ প্রযুক্তি, উন্নত মাননিয়ন্ত্রণ ও বিপুল আর্থিক সামর্থ্য নিয়ে প্রতিযোগিতায় নামে, সেখানে ভারতীয় ছোট শিল্পের পক্ষে সেই প্রতিযোগিতা টিকিয়ে রাখা সহজ নয়। শুষ্ক সুরক্ষা হঠাৎ উঠে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই স্থানীয় উৎপাদক বাজার হারাতে পারেন। দ্বিতীয়ত, মানদণ্ডের প্রশ্ন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ ও শ্রম অধিকারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর। ভারতীয় কৃষক বা ক্ষুদ্র প্রক্রিয়াজাত শিল্পের পক্ষে সেই মান পূরণ করা

রাজনৈতিক বাস্তবতা রয়েছে। সেখানে অভিভাঙ্গন-সংক্রান্ত উদ্বেগ প্রবল। ফলে প্রতিরক্ষা প্রতিক্রিতি থাকলেও বাস্তবে কতটা সুযোগ মিলবে, তা অনিশ্চিত। অর্থনীতির তত্ত্ব বলে, মুক্ত বাণিজ্য সামগ্রিকভাবে দক্ষতা বাড়ায়। যে দেশ বা সংস্থা যে ক্ষেত্রে দক্ষ, তার সেটাই উৎপাদন করবে অন্য পণ্য আমদানি করবে। কিন্তু এই ‘লাভ’ ধারণাটি গড় হিসাব। গড়ের আড়ালে যে ক্ষতিগ্রস্ত অংশ থাকে, তাদের পূর্বাবসান বা সুরক্ষা কে নিশ্চিত করবে? রাষ্ট্রের এখানেই ভূমিকা নির্ধারক। ভারতের মতো দেশে সামাজিক বৈষম্য ইতিমধ্যেই গভীর। কর্পোরেট গোষ্ঠীর পক্ষে নীতিগত সুবিধা নিশ্চিত হলে আরবৈষম্য আরও বাড়তে পারে। বড় শিল্পপতিরা কর ছাড়, জমি, অবকাঠামো, রপ্তানি-প্রদোদান-সবই সহজে পেয়ে থাকেন। একটিএ-র ফলে যদি ভারতীয় শুষ্ক কমে রাজস্ব কমে যায়, সরকার কি সেই ঘাটতি পূরণ করতে পরোক্ষ কর

কৃষিক্ষেত্রের প্রসঙ্গও গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কৃষিনীতি দীর্ঘদিন ধরে ভূর্তুকিগত ছিল। ভারতীয় কৃষক তুলনায় অনেক কম সুরক্ষা পান। দু’পক্ষের কৃষিপণ্য যদি একই বাজারে প্রতিযোগিতা করে, তবে সমতায় শর্ত কোথায়? আবার ভারতীয় কিছু বিশেষ কৃষিপণ্য-যেমন মসলা বা জৈবপণ্য-ইউরোপে উচ্চমূল্যে বিক্রি হতে পারে। প্রশ্ন হলো, সেই সুযোগে কতজন কৃষক অংশ নিতে পারবেন? নাকি কয়েকটি রপ্তানিকারক কর্পোরেট লাভের সিংহভাগ নেবে? বিনিয়োগ সুরক্ষা ও বৈদ্বিক সম্পত্তির অধিকার নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। ইউরোপীয় সংস্থাগুলি শক্তিশালী আইনি নীতিগত সুবিধা নিশ্চিত হলে আরবৈষম্য আরও বাড়তে পারে। বড় শিল্পপতিরা কর ছাড়, জমি, অবকাঠামো, রপ্তানি-প্রদোদান-সবই সহজে পেয়ে থাকেন। একটিএ-র ফলে যদি ভারতীয় শুষ্ক কমে রাজস্ব কমে যায়, সরকার কি সেই ঘাটতি পূরণ করতে পরোক্ষ কর

দিয়েছে। বাস্তবে এই শ্রেণির চাষিরাই সবচেয়ে বেশি সংকটে থাকেন। অল্প জমি, সীমিত পুঁজি, খণ্ডের বোঝা-সব মিলিয়ে তাদের যুঁকি বেশি। জলকর মকুবের ফলে যদি তাদের উৎপাদন ব্যয় কিছুটা কমে, তবে তা স্বাগত। তবে একই সঙ্গে নিশ্চিত করতে হবে, এই সুবিধা যেন প্রকৃত উপভোক্তার কাছেই পৌঁছায়। বড় চাষিরা বা বাণিজ্যিক কৃষি উদ্যোগ যদি সমানভাবে সুবিধা পান, তবে ক্ষুদ্র কৃষকের তুলনায় তাদের লাভের পরিমাণ অনেক বেশি হবে। ফলে নীতির



সামাজিক ন্যায্যতার দিকটি বিবেচনা করা জরুরি। অর্থনীতির দৃষ্টিতে এই পদক্ষেপকে ‘পপুলিজম’ বলা হবে কি না, তা নিয়ে বিতর্ক চলতেই পারে। কিন্তু কৃষির মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে স্বস্তি দেওয়া সবসময়ই জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হয়। প্রশ্ন হল, এটি সাময়িক স্বস্তি, নাকি দীর্ঘমেয়াদি রূপান্তরের সূচনা? যদি সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন, জল সংরক্ষণ, আধুনিক প্রযুক্তির প্রসার এবং বাজার সংস্কারের সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত যুক্ত হয়, তবে তা কৃষিক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। সবশেষে বলা যায়, সেচের জলের উপর কর মকুবের প্রস্তাব একদিকে যেমন কৃষকের জন্য স্বস্তির বার্তা, অন্যদিকে তেমনই প্রশাসনের জন্য দায়িত্বের পরীক্ষা। বাজেট ঘোষণার পর বাস্তবায়নই আসল চ্যালেঞ্জ। বিব্রান্তি দূর করে, স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায়, সমানভাবে সুবিধা পৌঁছে দিতে পারলেই এই সিদ্ধান্ত সফল হবে। কৃষি যে শুধুমাত্র অর্থনীতির অংশ নয়, সামাজিক স্থিতিশীলতার ভিত্তি-এই উপলব্ধি থেকেই নীতিনির্ধারণ হওয়া উচিত। জল যেমন জীবনের উৎস, তেমনই কৃষির প্রাণ। সেই জল যদি করমুক্ত হয়, তবে তার সুফল যেন প্রকৃত অঙ্গেই মাঠে-ঘাটে পৌঁছায়-এই প্রত্যাশাই রইল।

দেওয়াল থেকে ডিজিটাল

বিশেষ প্রতিবেদন

জামুড়িয়ার নামোপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়-অজ পাড়োগায়ের এক সাধারণ সরকারি স্কুল। কাঁচা রাস্তা, সামান্য পরিকাঠামো, সীমিত সংস্থান-সব মিলিয়ে এক সময় এই স্কুলের পরিচয় ছিল প্রান্তিকতার প্রতীক হিসেবে। অথচ আজ সেই স্কুলেই চালু হলো ‘ক্লাসরুম’ চক-ডাট্টার আর দেওয়াল-লেখা থেকে ডিজিটাল স্ক্রিন-এই রূপান্তরের কেন্দ্রে রয়েছেন এক শিক্ষক, দীপনারায়ণ নায়েক। তাঁর যাত্রা কেবল প্রযুক্তির উন্নয়ন নয়, বরং শিক্ষার সামাজিক ন্যায্যবিশ্বের এক অনন্য কাহিনি। দীপনারায়ণ নায়েকের নাম আজ গ্রামীণ শিক্ষার আলোচনায় বিশেষভাবে উচ্চারিত। তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে সম্মানিত হয়েছেন-গ্রামীণ স্তরে শিক্ষাকে কীভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়, সেই উদ্ভাবনী কাজের জন্য। এই স্বীকৃতি ব্যক্তিগত সাফল্যের সীমা ছাড়িয়ে এক বৃহত্তর বার্তা বহন করে-সুযোগ পেলে, সিদ্ধিছা থাকলে এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকলে, প্রান্তিক জনপদও শিক্ষার মানচিত্রে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে। কোভিড অতিমারির সময় যখন সারা দেশে স্কুলের দরজা বন্ধ, শহুরে ছাত্রছাত্রীরা অনলাইন ক্লাসে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে, তখন জামুড়িয়ার বহু পরিবারে স্মার্টফোন তো দূরের কথা, নিয়মিত বিদ্যুতের সংযোগও ছিল না। আদিবাসী অধ্যুষিত এই অঞ্চলের স্কুলদের কাছে ‘শিক্ষা’ ছিল প্রায় অচেনা শব্দ। এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে দীপনারায়ণ নায়েক এক অভিব্য পথ বেছে নেন। তিনি বাচ্চাদের বাড়ির দেওয়ালে বোর্ড একে পড়ানো শুরু করেন। চক হাতে, খোলা আকাশের নীচে, সামাজিক দূরত্ব ভাঙয় রেখে-শিক্ষা চালাতে থাকে। এই দৃশ্য যেন এক প্রতীকী প্রতিবাদ-পরিস্থিতি হতেই কঠিন হোক, শিক্ষা যেমন থাকতে পারে না। সেই দেওয়াল-লেখা কেবল অঙ্কর শেখানো নয়, ছিঁচ আত্মবিশ্বাসের পাঠ। শিশুরা বুঝেছিল, তাদের জন্যও কেউ ভাবছে, তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কেউ উদ্বিগ্ন। গ্রামীণ শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা প্রায়ই অবকাঠামো নয়, মানসিক দূরত্ব। শহুরে ও গ্রামের মধ্যে শিক্ষাগত ব্যবধান তৈরি হয় তখনই, যখন মনে করা হয় গ্রামের বাচ্চাদের পক্ষে ‘স্বপ্ন’ দেখা সম্ভব নয়। দীপনারায়ণ সেই ধারণাকেই চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। আজ যখন নামোপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ‘ক্লাসরুম’ চালু হলো, তখন সেই দেওয়ালের স্মৃতি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। স্মার্ট বোর্ড, প্রজেক্টর, ডিজিটাল কনটেন্ট-সবই এখন এই স্কুলের শিক্ষার অংশ। প্রযুক্তি এখানে কেবল আধুনিকতার প্রতীক নয় এটি সুযোগের সমতা নিশ্চিত করার হাতিয়ার। ডিজিটাল মাধ্যমে শিশুরা এখন ছবি, ভিডিও, অ্যানিমেশনের সাহায্যে বিজ্ঞান, গণিত বা ভাষা শিখতে পারছে। তাদের শেখার অভিজ্ঞতা হয়ে উঠছে আরও আকর্ষণীয় ও অংশগ্রহণমূলক। তবে প্রশ্ন হলো, প্রযুক্তি কি একাই শিক্ষার গুণগত পরিবর্তন আনতে পারে? উত্তর স্পষ্ট-না। প্রযুক্তি একটি মাধ্যম প্রাণসঞ্চার করেন শিক্ষক। স্মার্ট ক্লাসরুমে সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষক কতটা দক্ষভাবে তা ব্যবহার করছেন, কতটা সৃজনশীলভাবে পাঠদান করছেন। দীপনারায়ণ নায়েকের কাজের সাফল্যের মূলে রয়েছে তাঁর শিক্ষাদর্শন-শিক্ষা মানে কেবল বইয়ের পাঠা নয়, বাস্তব জীবনের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করা। রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে তাঁর সম্মাননা প্রাপ্তি এই বার্তাই দেয় যে, গ্রামীণ ভারতের শিক্ষকেরাও বৈশ্বিক পরিসরে প্রভাব ফেলতে পারেন। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি যেমন অনুপ্রেরণা জোগায়, তেমনি দায়বদ্ধতাও বাড়ায়। কারণ, এই সম্মান কেবল ব্যক্তিগত নয় এটি সেই সমস্ত অজানা শিক্ষকদের প্রতিনিধি্ব করে, যারা সীমিত সংস্থানের মধ্যেও অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা করছেন। নামোপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রূপান্তর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে-সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ। স্থানীয় মানুষ, অভিভাবক, প্রশাসন-সবার সংযোগিতা ছাড়া এই পরিবর্তন সম্ভব হতো না। স্মার্ট ক্লাসরুম কেবল একটি ঘর নয় এটি একটি বিশ্বাসের কেন্দ্র, যেখানে গ্রামবাসীরা উপলব্ধি করছেন যে তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎও প্রযুক্তির যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোতে পারে। তবে এই সাফল্যের মাঝেও সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলা আবাসে বঞ্চনার অভিযোগ, চিঠি বিডিওকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ গোলাপ দিবসের আগে থেকেই ফুলের দোকান একেবারেই নতুন উদ্‌যোমে পসরা সাজিয়ে বসেছিলেন বিক্রেতারা। কলকাতার সব শহর তুলিতে তো ২০-৩০ টাকার গোলাপ গোটা পসরা ছিগুণ, এমনকী তিনগুণ দামেও বিক্রি হয়েছে এবার ভালেটাইন ডে তে বিভিন্ন জেলায় থরা পড়ল অন্য ভবি। ভালেটাইন ডে উপলক্ষে দোকানে দোকানে উপচে পড়ছে হরেক গোলাপের ডিঙি। ভাল বিক্রিবাটার আশায় বেশি, বিশেষ গোলাপ তু লেছিছেন ফুল বিক্রেতাদের অনেকেই। কিন্তু বিক্রি কেথায়? ব্যবসার অসুস্থ দেশে রীতিমতো হতাশ বাঁকুড়ার ফুল বিক্রেতাদের অনেকে। এমনিতে ভালেটাইন ডে-র দিন প্রতি বছরই গোলাপের চাহিদা থাকে তুঙ্গে। প্রাতঃবহর হাজার হাজার টাকার গোলাপ বিক্রি হয় দোকানগুলিতে। শুধু গোলাপই নয়, পাল্লা দিয়ে এদিন সমান চাহিদা থাকে বেঙ্গালুরু বিশিষ্ট বিক্রি গোলাপেরও। অ্যান্ডা বছরের চাহিদার কথা মাথায় রেখেও এ বছরও বহু আগে থেকেই ভালেটাইন ডে উপলক্ষে দেশি বিশিষ্ট গোলাপের বরাত দিয়েছিলেন ফুল ব্যবসায়ীরা। বরাত অনুযায়ী হাজার হাজার টাকার ফুল এসে সকাল সকাল নিজের দোকানে পসরা সাজিয়ে বসলেনও অনেকে। কিন্তু প্রেম দিবসের সকাল থেকে বিক্রিবাটার হাল দেখেই রীতিমত হতাশ ফুল ব্যবসায়ীরা। বাঁকুড়ার কৌতুলপুর বাজারে সকাল থেকে দীর্ঘক্ষণ বসে থেকেও যুগলদেব দেখা সভাব্যে পানি ফুল বিক্রেতারা। কিন্তু কেন এ অবস্থা? ব্যবসায়ীদের দাবি একদিকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা আর অন্যদিকে শিবরাত্রির প্রত্ন উদযাপন দু'য়েরই গোলাপের চাহিদা কমেছে। বাজারের এই অবস্থায় বড় লোকসানের আশঙ্কা ত্যাগ করে বেড়াচ্ছে ফুল ব্যবসায়ীরা। গোলাপ ব্যবসায়ী সাহা মাসদা বলছেন, সকালের দিকে একমই বিক্রি হয়নি। আশ করছি কালের দিকে কিছু ফুল বিক্রি হবে। এখন আপাতত সস্তা ধরনের গোলাপের মধ্যে বেঙ্গালুরু গোলাপের চাহিদা বেশি। ৪০ টাকার থেকে ৫০-৬০ টাকার মধ্য পর্যন্ত ধরনের গোলাপই রয়েছে। এখানে তে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা একবারে ভালেটাইন ডে তে পড়ে গিয়েছে। তারউপর শিবরাত্রি রয়েছে। না হলে অ্যান্ডা বছর বাজার অনেক ভাইলই থাকে। এইসুঁর আগেও দুই গোলাপ চব্বততীর ললকাতা মার্কার, নিতাইল ব্যবসায়ী গণকাত্তে তাঁরা বলছেন, প্রেমিক-প্রেমিকারা তে সব পরীক্ষা দিয়ে গিয়েছে। তাই সকালের দিকে চাহিদা খুব বেশি নেই। এমনিতে কিশোর কিশোরীরা মধ্যে ভালেটাইন ডে নিয়ে উদ্দান বেশি থাকে। আশা করছি পরীক্ষা মিটে গেলে বিকালের দিবে বেশি বিক্রি হবে।

এসআইআর- এর কাজের জানা ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন!

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাদুড়িয়া, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ টনা কয়েকদিন নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে খোঁজ মিলল বাদুড়িয়ার যুব নাসির আলির। কিন্তু তার পরিবার গুণিগে গুঁয়ার মতো পুলিশ বিভিন্ন খাল-নদী থেকে উদ্ধার করল দেহাংশ। এই ঘটনায় প্রেক্ষভা হায়েছেন বিএলও কর্তী রিজ সগর হাসান মণ্ডল এবং তাঁর বন্ধ সাগর গায়েনা। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করের বেরিয়ে আসে নশ্বর হত্যার পূর্ব চিত্র গিয়ে ৯ ফেব্রুয়ারি দুখা থেকে নিখোঁজ ছিলেন নাসির আলি। পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, এক ব্যক্তি ফোন করে নিজেদের এখারও হিসেবেই পরিচয় দেন এবং ফোন করে জানান, এসআইআর সংক্রান্ত কাজের জন্য নাসিরের মায়ের আখার কাঠের ফটোকপি প্রয়োজন। কোথায় জমি দিচ্ছে হবে তারও জানানো হয়। সে অনুযায়ী নাসির তাড়াছড়া করে মায়ের আখার ও ভোটার কার্ডের ফটোকপি নিয়ে মোটরবাইক করে বেরিয়ে যান। তাগপর থেকেই তাঁর খোঁজ মিলছিল না। ফোনেও যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ তদন্তে নামলে ১০ ফেব্রুয়ারি একটি খালের ধারে উদ্ধার হয় নাসিরের দেহ। খাল থেকে মেলে তাঁর মোটরবাইক। কিন্তু নাসিরের কোনও হৃদস মিলছিল না এলাকার উত্তেজনা হুড়ায়, প্রতিবেশীরা তেহুয়ী মসলমলপুনে বিস্মোকে সামিল হন।

২৫ লাখের সুলভ শৌচাগার
এখন মদের ঠেক! ধু ধু মাঠে
কেনই বা এই শৌচালয়?

নিজস্ব প্রতিভাধি, পুন্নালায়া, ১৪ ফেব্রুয়ারি: ২৫ লক্ষ টাকা খরচে তৈরি করা হয়েলি শৌলায়। জানা যায় মুখামসি মতী বন্দোপাধ্যায় ভার্চুয়ালি ইন্ডোয়িং করছিলেন। সেই বন্দো শৌলায়। সেই শৌলায় এদের খাঁ খাঁ করছে। জনমানব শূন্য এলাকা। ওখানে যে একটু বন্দো শৌলায় আছে, সেটাই হয়ত জানেন না স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই। সেই শৌলায়ে এখন বাসিন্দা আড্ডা। একেবারে জন মানসিইন এলাকা। যেদিকে যাওয়া যাক না কেন এলাকা কিলোমিটারের মধ্যে কোন মানুষ ববাস করবে না। সেই নির্জন জায়গাতেই পঞ্চদশ শতকালীন অর্থে তৈরি করা হয়েলি এই শৌলায় পাঠানো। দৈনিক সহযোগের কাজও সম্পন্ন হয়েলি



টাইলস বসানোে বাকবাক্যে সেই শৌচাশ্রয় উদ্বোধনকেন্দ্র
সেই কোলাওর্ডিন চাকা হযনি। ২০১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়
সেই শৌচাশ্রয় তৈরি করা হয়েছিল কোলা স্বার্থে, সেটাই
বুঝে উঠতে পারেন না স্থানীয় মানুষজন। ২০১৩ সালে
৬ মার্চ এই সুলভ শৌচাশ্রয় বৈরির কাজ শেষ হয়েছিল
দোশাশ্রয়ও চুরি গিয়েছে। কেউ চলে না যা ফলে সোলাবাস
পোশাশ্রয়ও চুরি গিয়েছে। হেলিকপ্টার বোর্ড থেকে সূঁচই
কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। টাইলস বসানোে সে শৌচাশ্রয়
এখন সন্ধের পর বসে মদের আসা স্থানীয় বাসিন্দার
হাতের পকেটের দরজা এসে মচি মচি

এসআইআর-
এর কাজের
জন্য ডেকে
নিয়ে গিয়ে খুন!

নিজস্ব প্রতিনিধিগণ, বাদুড়িয়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি টানা কয়েকদিন নিখোঁজ থেকেয়ার পর অবশেষে খোঁজ মিলেও বাদুড়িয়ার যুবক নাসির আলির। কিন্তু তার পরিবার গা শিলেই ড্যাঁরা মতো পুলিশ বিভিন্ন খানো-নদী দিয়ে উদ্ধার করল দেখেখান। এই ঘটনায় শ্রেফতার হয়েছেন বিএলও কবী রিজওয়ানা হাসান মশুল এবং তাঁর বন্ধ সাগর গায়েন। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে বেরিয়ে আসে নৃশংস হত্যার পূর্ণ চিত্র গত ৯ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ হতে নাসির আলির খালি পরিবারের অর্থাৎ জানানো হয়েছে, এক ব্যক্তি ফোন করে নিজেই এয়ারও হিসেবে জানা। পরে এবং ফোন করে জানা, এসআইআর সফ্রেস্ট্র কায়েন নাসিরের মায়ের আধার কডের ফটোকপি প্রয়োজন। কোথায় জন্ম হতে হবে তাঁরও জানানো হয়। সেই অনুযায়ী নাসির তাড়াহুড়া করে মায়ের আধার ও ভোটার কার্ডের ফটোকপি নিয়ে মোটরবাইকে বেরিয়ে যান। তারপর খেয়েই তাঁর খোঁজ মিলছিল না। ফলে মিলেও যোগাযোগ সফল হয়নি। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে বাদুড়িয়ার থানার পুলিশ তদন্তে নামলে ১৫ ফেব্রুয়ারি একটি খালের ধারে উদ্ধার হয়ে নাসিরের জুতো। খাল থেকে হলে তাঁর মোটরবাইক। কিন্তু নাসিরের কোনও হিঙ্গস মিলছিল না। এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়, প্রতিবেশীরা তেউলিয়া মসলদপুরে বিক্ষোভে সামিল হন।

‘ভারতীয় নয়’, এই বলেই পরপর নোটস
যাচ্ছে হাওড়ার বাসিন্দাদের কাছে!

জন্ম প্রতিদিন, হাওড়া, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ
ভারতীয় নাগরিক নয়, এই মধ্য মধ্য হাওড়ায়
পুত্র মনুকেই নির্ভান কমিশনের নোটিস
যে নোটিস অভিযোগকারীর সঠিক পরিচয়
নাই। আর তাই নিয়ে সিপিএমের আইজীবী
সুবাসী চট্টোপাধ্যায় একে তৃণনুর মধ্য
হাওড়ার সব সভাপতি সুশোভন চট্টোপাধ্যায়
তুলুম কাষিয়া ভূতভেদ ডোটারের পর এবার
তু তু ডে অভিযোগকারী। মধ্য হাওড়া
বিশ্বানন্দকে কেন্দ্র প্রায় দু'হাজার মানুষের
কাছে আসে এসএইআর শুনানি কেন্দ্রে
যাওয়ার আসার নোটিস যান। কারি হিসেবে
উল্লেখ করা হয়েছে, 'নন ইন্ডিয়ান সিটিজেন'
আর অভিযোগকারী হিসেবে যেখানে ডিটেনে'
নাম চিকানা থাকার কথা সেখানে শুধু নাম
আর চিকানা 'গ্রেসি বেল' দেখানো হয়েছে।
এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।
নোটিস পেয়ে সবাই শুনানিকেন্দ্রে হাজির হন।
কেন্দ্রের তথ্য যাইই করা হয়। এই ঘটনাকে
চ্যাপ্টান পুরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক
চাপ্পান উত্তোর। এই ঘটনা কেন ঘটন, তা
জানতে কয়েকদিন আগে শুনানিকেন্দ্রে যান
সিপিআই নেতা ও আইনজীবী সবাসী
চট্টোপাধ্যায়। হাজির হন তৃণনু নেতাও
এই পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়। পরে

সম্মেলন করে সিপিএম নেতৃত্ব
অভিযোগে, এই ধরনের নোটিশ
চক্রান্ত করে পাঠাচ্ছে। মানুষকে
ফকলে আবার তাদের পাশে দাড়িয়ে
চাইছে তারা সঙ্গে আছে, বদমাশ
দুইছে বামেদের। এই বিষয়ে সবোচ্চ
দৃষ্টি কার্যকর করা হবে বলে
বান। অন্যদিকে বামেদের অভিযোগ
য়েছে তৃণমূল সিপিএম। মধ্য হাওড়ার
কংগ্রেসের সহ সভাপতি সুশোভন
বলেন, “সিপিএম ও বিজেপি
একপন্থে, বিরাষ্ট্র করতে চাইছে
একসাইআর নিয়ত হয়রানির
কসেত খামখুটি মমতা বন্দোপাধ্যায়
কার্টে সওয়াল করেছেন।” মধ্য
সিপিএম আলি আশরাফ জাকান, তাঁর
নন ইন্ডিয়ান সিটিজেন তানমু
টিস বায়া। তিনি জেলায় মুখ্য
অধিকারিককে ফোন করে বিষয়টি
পাশাপাশি দাবি করেন বায়া এই
করা করছে, সেই সব কাগজপ্রতিলে
করে শাস্তি দেওয়া হোক। ভূতুড়ে
কারীদের খুঁজে বের করতে পারেন
কমিশন? সেই উত্তর খুঁজছেন
পাদার।

[illegible]

HALDER VENTURE LIMITED															
CIN:L74210WB1982PLC035117															
Registered Office :16, Strand Road, Diamond Heritage Building, 10th Floor, Unit 1012, Kolkata - 700001															
Ph:- +91-33-6607-5556, +91-33-6607-5557 Email :- info@haldiventure.in Website :- www.haldiventure.in															
EXTRACT OF THE UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED 31ST DECEMBER, 2025															
(₹ in Lakhs)															
Sl No	Particulars	Standalone						Consolidated							
		Three Months Ended			Nine Months Ended			Year ended	Three Months Ended			Nine Months Ended			Year Ended
		31.12.2025	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.03.2025	31.12.2025	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.03.2025		
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited		
1	Total Income from Operations	7,363.09	5,216.92	28,696.78	23,251.67	54,046.35	77,228.73	14,525.70	9,782.32	35,640.75	34,628.60	69,748.29	84,446.96		
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items#)	249.07	92.97	1,950.72	994.98	2,738.41	3,565.54	2121.32	(692.19)	2,719.73	2027.75	3,872.39	3,977.34		
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	249.07	92.97	1,950.72	994.98	2,706.32	3,532.35	2121.32	(692.19)	2,719.73	2027.75	3,840.30	3,944.15		
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	217.10	105.76	1,345.34	715.54	1,822.89	2,311.95	2078.27	(1087.30)	2,127.50	1276.84	2,951.99	2,110.63		
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	233.19	102.39	1,345.34	724.89	1,822.89	2,298.49	1412.94	(708.96)	2,127.50	956.30	2935.04	1,971.24		
6	Equity Share Capital	1,243.81	1,243.81	316.07	1,243.81	316.07	414.60	1159.73	1159.73	316.07	1,159.73	316.07	386.58		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)						14,048.53						14,925.00		
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)														
	Basic : (₹)	1.75	0.85	14.19	5.75	19.22	22.93	16.71	(8.74)	22.44	10.27	31.13	20.94		
	Diluted : (₹)	1.75	0.85	14.19	5.75	19.22	22.93	16.71	(8.74)	22.44	10.27	31.13	20.94		
# - Exceptional and/ or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules.															
Notes:															
a) The above is an extract of the detailed format of quarterly and half year financial results filed with the Stock Exchange(s) under regulation 33 of the Listing Regulations. The full format of the quarterly financial results is available on the websites of BSE (www.bseindia.com), NSE (www.nseindia.com) and on Company's website (www.haldiventure.in)															
b) The Unaudited Financial results for the quarter and nine month ended 31st December, 2025 have been reviewed by the Audit Committee of the Board and approved by the Board of Directors at its meeting held on 13th February 2026															
c) Figures of previous periods have been regrouped/rearranged wherever necessary to confirm to current period presentation.															
 For Halder Venture Limited Sd/- KESHAB KUMAR HALDER MANAGING DIRECTOR DIN: 00574080															
Place : Kolkata Dated : 13.02.2026															

পেঁচেছিলে, এরকম অনেকের নাম
পঞ্চায়েতে এসেছে ব্লক মারফত।
সেগুলো তিনি অ্যাপ্রাত করে
দিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে সেগুলোর
ভেরিফিকেশন হবে। বাড়ি না
পাওয়াকে ঘিরে বাম, বিজেপি
একযোগে শাসক দলের বিরুদ্ধে সরব
হয়েছে। সিপিএমের চন্দ্রকোণা এরিয়া
কমিটির সম্পাদক সুস্মিতা পাল
বলেন, “রঞ্জিত দোলই আমাদের
পার্টী মেম্বর। উন্নয়নের নাম করে
দুর্নীতি, স্বজনপোষণ চলছে। পাকা
বাড়ি রয়েছে এমন অনেক সরকারি
বাড়ি পেয়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে
আমরা সরব হয়েছি। তাতে সানিল

হয়েছিলেন আমাদের পাট কমিটি
রক্ষণ দলে। এতেই তৃণমূল
চক্রবর্তী হয়েছেন তিনি। বিপ্লবের
চন্দ্রকোণ-২ মণ্ডল সভাপতি বিপ্লব
মাল বলেন, “তৃণমূল আমাদের যে
কণ্ঠস্বামী দিতে পারবে সে ঘরে
শুধু রক্তিত দোলই নয়, ওর মতো
অনেকেই আছেন যারা বাড়ি
পাওয়ার যোগ্য। অথচ বাড়ি পাননি।
এই নয় মূল যারা সরকারি বিভিন্ন
প্রকল্প থেকে বঞ্চিত, নির্যাসের
আগে তাদের জন্য আমরা বৃহত্তর
আন্দোলন চেষ্টা করব।” অভিযোগ
উড়িয়ে চন্দ্রকোণ-২ ব্লক তৃণমূল
সভাপতি ছায়া দোলই বলেন,
“মামতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনও
রাজনৈতিক রূপ দেখাননি। সরকারি
প্রকল্পের সবধা সবই পাচ্ছেন। কেউ
মিথ্যা অভিযোগ করতে পারেন।
উনি বাড়ি পাওয়ার যোগ্য হলে
অবশ্যই পাবেন।” বিডি ও উপল
পাইক বলেন, “সরকারি বাড়ি না
পাইয় আমরা কাছে লিখিত
অভিযোগ এমছে। আমি
পঞ্চায়েতকে বলছি বিষয়টি দেখতে
আমিও বিষয়টি দেখছি।

রয়েছে গুচ্ছ-গুচ্ছ
শ্রুতি লোকজন

মানুষের। যা ঘিরে ব্যাপক
চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় একলায়। খবর
দেওয়া হয় চম্পককোথা। থানার
ঘটানায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে
পৌলিশ এসে ড্রেনে পড় থাকা
ভোটার কার্ড গুলি উদ্ধার করে
নিয়ে যায়। কোথা থেকে আসল
এতগুলি ভোটার কার্ড উঠছে প্রশ্ন।
ড্রেনে ভোটার কার্ড পড়ে থাকা
নিয়ে প্রশাসন সচিব তাম্ব কবরক
দাবি বিজেপির। প্রশাসন খতিয়ে
দেখবে ভোটার কার্ড কী করে ড্রেনে
আসল? এ নিয়ে যদিও কেউ
তৃণমূলের মন্তব্য করেননি।

of funds under work under SBM-G fund in N.I.e.T. No.-11/HBDO/SBM-G/25-26, 12/HBDO/SBM-G/25-26 Documents and other details is available in the website wbtenders.gov.in. The last date of submission for N.I.e.T. No. 11 up to 14.00 hours on dated 02/03/2026 & N.I.e.T. No. 12 on dated 23/02/2026 respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any queries in the office hours.

CORRIGENDUM NOTICE

All bidders are invited for Settle with IABR/Dewats work under SBM-G fund in N.I.e.T. No.-10/HBDO/SBM-G/25-26 Documents and other details is available in the website wbtenders.gov.in. The last date of submission for all the tenders are up to 14.00 hours on dated 24/02/2026 respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any queries in the office hours.

Sd/- Block Development Officer

OFFICE OF THE SRINAGAR GRAM PANCHAYAT
Under Kakdwip Div. Block
Kakdwip, South 24 Parganas

NOTICE INVITING e-TENDER No. SNGP/NIT-09(e)/2025-26
 Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of total 7(Seven)Nos. different works.
 Fund: 15FC BG Tied. Time of submission **13.02.2026 at 17.00 Hrs. to 20.02.2026 up to 11.00 Hrs.** Date & Time of Technical bid opening **23.02.2026 at 11.00 Hrs.** For details visit website <https://wbtdenders.gov.in>

TENDER NOTICE

Banupur-1 gram panchayat has invited Two (2) nos of e-nit for BEUP fund on dated **14.02.2026** vide memo no Banu-1/78/BEUP Fund for year 2025-26, Scheduled to be open on **23.02.2026 at 1 PM** and last date of bid submission is on **21.02.2026**. for more details, please visit on: <https://www.wbtenders.gov.in>
Sd/- Prodhan
Banipur-1 Gram Panchayat

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY

PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide **NleT No.-WBUPR/EO/PARA/NIT(6)-61/2025-26 (2nd Call)** of the Office of the Para Panchayat Schemes, P.O-Para, District-Purulia, 19(Nineteen) nos. works/Schemes under APASFund in the portal: **www.wbtenders.gov.in**. Document download/ seal starting from **11.02.2026 up to 17.02.2026 16.00 P.M.** Bid submission starting from **11.02.2026 up to 17.02.2026 at 16.00 PM.** And Opening on **19.02.2026 at 16:05 P.M.** For details please visit website.

১৯৮৬ সাল
১৯৮৬ সাল

[illegible]

অসম এবং উত্তরবঙ্গের জনগণ আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে অতিরিক্ত ট্রেন স্টপেজকে স্বাগত জানাচ্ছে

মালিগাঁও, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-এর অধীন অসম, পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারের যাত্রীরা স্টেশনে ভারতীয় রেল-এর অতিরিক্ত কয়েকটি ট্রেন স্টপেজ চালু করার সিদ্ধান্ত যাত্রী এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক প্রশংসা ও আন্তরিক উদযাপনের সৃষ্টি করেছে। শহর ও গ্রামাঞ্চলে, যেখানে রেল যোগাযোগ দৈনন্দিন জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সেখানে রামেলএক্সপ্রেস এবং প্রিমিয়াম ট্রেনের বর্ধিত অ্যাক্সেসের জন্য সাধারণ মানুষ উচ্ছাস প্রকাশ করেছেন। অনেক পরিবার, শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী ও রোগীর জন্য এই নতুন স্টপেজগুলি কেবল কার্যকরী পরিবহনই নয়, বরং সহজ, দ্রুত এবং আরও মর্যাদাপূর্ণ ভ্রমণের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সুযোগের প্রতীক। ধোজি রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন নং ২০৫০৫২০৫০৫ ডিব্রুগড়-নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস-এর স্টপেজ চালু হওয়াছে জনগণ ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। একইভাবে, ট্রেন নং

২০৫০৬২০৫০৪ ডিব্রুগড়-নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস-এর শিবসাগর টাউন রেলওয়ে স্টেশনে নতুন স্টপেজ প্রদান বাসিন্দাদের মধ্যে গর্ব ও উৎসাহের সঞ্চারণ করেছে। মর্যাদাপূর্ণ রাজধানী এক্সপ্রেসের প্রথম স্টপেজ প্রত্যক্ষ করতে বিপুল সংখ্যক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। মিষ্টি বিতরণ, ফুল ও করতালির মাধ্যমে ট্রেনটিকে স্বাগত জানিয়ে, মুহূর্তটিকে স্মরণীয় করে তোলা হয়।

মারবান্ধা আলি রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন নং ১৫৬০৬১৫৬০৪ গুয়াহাটি-লিডু ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস এবং কালচিনি রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন নং ১৪৫৬৭১৫৪৬৮ শিলিগুড়ি-বামনাহাট এক্সপ্রেস-এর স্টপেজ শুরু হওয়ায় দৈনন্দিন যাত্রী ও চা-বাগান এলাকার মানুষের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। নিউ কোচবিহারে ট্রেন নং ২২৪৪১ গুয়াহাটি-নিউ দিল্লি এক্সপ্রেস-এর

উদ্বোধনী স্টপেজও আনন্দ ও উৎসবের সঙ্গে পালিত হয়েছে। যাত্রীরা ফুল দিয়ে ট্রেনটিকে বরণ করে উন্নত দ্রীশ-দূরত্বের যোগাযোগের জন্য কৃতজ্ঞতা জানান।

নিম্ন অসমে, গোঘালপাড়া টাউন রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন নং ১২৬৪৬১২৬৪৫ সরাইঘাট এক্সপ্রেস (গুয়াহাটি-হাওড়া-গুয়াহাটি)-এর স্টপেজকে এক গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তরমূলক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। বাসিন্দারা মত প্রকাশ করেছেন যে অসম ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সরাসরি আন্তঃনগর সংযোগ ভ্রমণের কষ্ট উল্লেখযোগ্যভাবে কমাবে। নলবাড়ি স্টেশনে শিলঘাট টাউন-তাম্রারাম

এক্সপ্রেস এবং লালগড়-ডিব্রুগড় অবধ আসাম এক্সপ্রেস-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের স্টপেজ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় জনসাধারণের আবেগ আরও উজ্জীবিত হয়েছে।

একইভাবে, ট্রেন নং ১৫৭৬১১৫৭৭০ আলিপুরদুয়ার জংশন-মরিনি জংশন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস-এর সুরুপেটা রেলওয়ে স্টেশনে স্টপেজ শুরু হওয়ার পর যাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দারা উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন এবং উন্নত সংযোগের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। সমগ্র অঞ্চলে মানুষের অভিন্ন অনুভূতি-এই অতিরিক্ত স্টপেজগুলি শুধু পরিবহন সুবিধা বৃদ্ধির প্রতীক নয় বরং এটি তাদের ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক গুরুত্ব ও দীর্ঘদিনের প্রত্যাশার স্বীকৃতি। এই জনকেন্দ্রিক উদ্যোগের মাধ্যমে ভারতীয় রেল এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সংযোগ সম্প্রসারণের পাশাপাশি নাগরিক আস্থা আরও সুদৃঢ় করেছে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিষেবা জনকল্যাণে তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে।

কূটনৈতিক অচলাবস্থা এবং যুদ্ধের আশঙ্কার আবহের মধ্যেই

কূটনৈতিক অচলাবস্থা এবং যুদ্ধের আশঙ্কার আবহের মধ্যেই অবশেষে পরমাণু চুক্তি নিয়ে আলোচনায় বসতে রাজি হল ইরান

তেহরান, ১৪ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘ টানাপোড়েন, কূটনৈতিক অচলাবস্থা এবং যুদ্ধের আশঙ্কার আবহের মধ্যেই অবশেষে পরমাণু চুক্তি নিয়ে আলোচনায় বসতে রাজি হল ইরান। তবে এই সম্মতির সঙ্গে জুড়ে দিলে এক কঠিন শর্ত। ইরানের স্পষ্ট বার্তা- যদি তাদের উপর জারি থাকা সব নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়, তবেই ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ ৬০ শতাংশের নিচে নামাতে রাজি তারা। ফলে ব্লক এখন পুরোপুরি আমেরিকার কোটে। ওয়াশিংটন কি তেহরানের এই শর্ত মানবে, নাকি ফের অচলাবস্থায় আটকে যাবে পরমাণু আলোচনা-তা নিয়েই শুরু হয়েছে জোর চর্চা। এক বিবৃতিতে ইরানের পরমাণু শক্তি সংকঠনের প্রধান মহম্মদ ইসলামি জানান, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলে ইরান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের মাত্রা কমানোর বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তার এই মন্তব্য এখন এক সময়ে সামনে এল, যখন ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে পরমাণু চুক্তি পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা অবিশ্বাসের বরফ গলাতে এই বিবৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত হিসেবেই দেখছেন কূটনৈতিক মহলা। ইরানের সরকারি সংবাদ সংস্থা আইআরএনএ-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইসলামিকে

সরাসরি প্রশ্ন করা হয়েছিল- আমেরিকার দাবি অনুযায়ী কি ইরান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ ৬০ শতাংশের নিচে নামাবে? উত্তরে তিনি কৌশলী ভঙ্গিতে জানান, সব কিছু নির্ভর করছে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের উপর। দাঁথাৎ, শর্ত মানবে, ইরানের উপর জারি থাকা সব আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কথা বলা হচ্ছে, না কি শুধুমাত্র আমেরিকার আরোপ করা নিষেধাজ্ঞার কথাই বোঝানো হয়েছে। এই অস্পষ্টতাই এখন আলোচনার অন্যতম বা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। প্রসঙ্গত, ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে উত্তেজনা নতুন নয়। ২০১৫ সালে ইরান ও ছয়টি শক্তিশ্বর দেশের মধ্যে যে আন্তর্জাতিক পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তাতে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের সীমা ছিল সর্বোচ্চ ৩.৬৭ শতাংশ। তার বিনিময়ে ইরানের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমেরিকা একতরফাভাবে সেই চুক্তি থেকে সরে দাঁড়ায় এবং ইরানের উপর ফের কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। তার প্রতিক্রিয়ায় ধাপে ধাপে চুক্তির শর্ত মানা বন্ধ করে দেয় তেহরান। এই উত্তেজনা চরমে ওঠে গত বছরের জুন মাসে। ইজরায়েলের সঙ্গে সংঘাতের আবহে আমেরিকা

ইরানের একাধিক পরমাণু ঘাঁটিতে হামলা চালায় বলে অভিযোগ ওঠে। সেই সময়ই দাবি করা হয়, ইরান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ ৬০ শতাংশ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছে। আন্তর্জাতিক মহলের একাধিকের মতে, ৬০ শতাংশ সমৃদ্ধকরণ কার্যত পরমাণু অস্ত্র তৈরির দিকেই বড় এক ধাপ। যদিও ইরান বরাবরই এই অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছে এবং তাদের পারমাণবিক কর্মসূচিকে ‘শান্তিপূর্ণ’ বলে দাবি করেছে। রাষ্ট্রসংঘের অধীন আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা-র রিপোর্ট পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ইরান বর্তমানে একমাত্র অ-পারমাণবিক রাষ্ট্র যারা ৬০ শতাংশ পর্যন্ত ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করছে। গত ১০ জুন প্রকাশিত IAEA রিপোর্টে জানানো হয়, হামলার আগেই ইরানের কাছে ৪০০ কিলোগ্রামেরও বেশি সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম মজুত ছিল। তবে সাম্প্রতিক সংঘর্ষ ও হামলার পর সেই মজুতের বর্তমান অবস্থা কি, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি ওই ইউরেনিয়াম ৯০ শতাংশ পর্যন্ত সমৃদ্ধ করা হয়, তাহলে ইরান আনুায়সেই ৯টিরও বেশি পরমাণু বোমা তৈরি করতে সক্ষম হবে। এ তার সিদ্ধান্তেই আমেরিকা ও তার যুদ্ধদেের সবচেয়ে বেশি চিন্তায় ফেলবে। সেই কারণেই ওয়াশিংটন চাইছে, ২০১৫ সালের চুক্তির থেকেও

আরও কঠোর শর্ত আরোপ করা হোক-যেখানে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কার্যত সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে ইরানকে। কিন্তু তেহরানের বক্তব্য, অতীত অভিজ্ঞতা তাদের শিখিয়েছে যে নিষেধাজ্ঞা না উঠলে কোনও প্রতিশ্রুতিই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই অবস্থায় ইরানের সাম্প্রতিক প্রস্তাবকে কেউ কেউ ‘কূটনৈতিক ছাড়’ হিসেবে দেখছেন, আবার কারও মতে এটি চাপ তৈরির কৌশল। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ইরানের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তেলের রপ্তানি থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা-সব ক্ষেত্রেই এই নিষেধাজ্ঞা তেহরানকে কণ্ঠোশাণ্ডা করে রেখেছে। ফলে পরমাণু কর্মসূচিকে দরকাষকষির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করাই ইরানের প্রধান কৌশল বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। সব মিলিয়ে, পরমাণু চুক্তি নিয়ে নতুন করে আশার আলো দেখা দিলেও পথ এখনও মসৃণ নয়। ইরানের শর্ত মানতে আমেরিকা কতটা প্রস্তুত, সেটিই এখন মূল প্রশ্ন। যদি দুই পক্ষই নিজজেরে অবস্থানে অনা থাকে, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে ফের উত্তেজনা বাতে পারে। আবার যদি সমঝোতার রাস্তা খোলা থাকে, তবে তা শুধু ইরান-আমেরিকা সম্পর্ক নয়, গোটা বিশ্বের কূটনৈতিক ভারসাম্যেই বা প্রভাব ফেলতে পারে। সময়ই বারবে, এই

‘আমেরিকা টয়লেট পেপারের মতো ব্যবহার করেছে’ বিস্ফোরক মন্তব্য পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

ইসলামাবাদ, ১৪ ফেব্রুয়ারি : নিজের দেশের পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে দীর্ঘদিনের ‘ আমেরিকার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ। তার মন্তব্য শুধু কূটনৈতিক মহকুলেই চাঞ্চল্য তৈরি করেনি, বরং পাকিস্তানের রাজনৈতিক বৃত্তেও নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। খাজা আসিফ সরাসরি দাবি করছেন, বিশেষ কৌশলগত স্বার্থে পাকিস্তানকে ব্যবহার করেছে আমেরিকা, আর কাজ ফুরালেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে- টয়লেট পেপারের মতো। এই মন্তব্য কোনও বিরোধী নেতার নয়, কিংবা আমেরিকি সমালোচকেরও নয়। যেদা পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর মুখে এমন বিস্ফোরক বক্তব্য স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে পরিসরে আলোড়ন ফেলেছে। বিশেষ করে যখন সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামাবাদ ও ওয়াশিংটনের সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে, তখন এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। পার্লামেন্টে বক্তব্য রাখতে গিয়ে খাজা আসিফ বলেন, ১৯৯৯ সালের পর থেকে পাকিস্তান নতুন করে আমেরিকার ঘনিষ্ঠ মিত্র হয়ে ওঠে। বিশেষত আফগানিস্তান প্রসঙ্গে দুই দেশের সম্পর্ক আরও গভীর হয়। কিন্তু সেই সম্পর্ক পাকিস্তানের জন্য লাভজনক হয়নি বলেই তার দাবি। বরং ইসলামাবাদ চরম মূল্য চুকিয়েছে। তার কথায়, সেই সময় নেওয়া কৌশলগত সিদ্ধান্ত ছিল ঐতিহাসিক ভুল, যার পরিণতি আগুও ভোগ করছে পাকিস্তান। আফগানিস্তানে সোভিয়েত-বিরোধী লাই প্রসঙ্গে খাজা আসিফ যে মন্তব্য করেছেন, তা পাকিস্তানি বাসিনদের রাষ্ট্রীয় অবস্থানের সঙ্গেও সাংঘর্ষিক। তিনি বলেন, ১৯৮০-র দশকে আফগানিস্তানে সোভিয়েতবিরোধী যে জেহাদের কথা বলা হয়েছিল, তা আদৌ ধর্মীয় কারণেই হয়নি। এর নেপথ্যে ছিল মূলত আমেরিকার কূটনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ। তার মতে, রাশিয়া এমন কোনও কাজ করেনি যার জেদে ধর্মীয় যুদ্ধে যোগাণ করা নায়া ছিল। অর্থা, ‘ রক্ষার’ নামে যে লাই চালানো হয়েছিল, তা আসলে বৃহ শক্তির রাজনৈতিক খেলার অংশ ছিল বলেই ইঙ্গিত দেন তিনি। এই বক্তব্য কার্যত পাকিস্তানে অতীত নীতিকেই প্রশ্নের মুখে দাঁা করিয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে ইসলামাবাদ দাবি করে এসেছে, আফগান যুদ্ধ ছিল নীতিগত ও আন্দর্গত লাই। কিন্তু খাজা আসিফের মতে, জেহাদের নামে সেই লড়াই ছিল ভ্রান্ত এবং ধ্বংসাত্মক, যার প্রভাব এখনও পাকিস্তানের সমাজ ও রাজনীতিতে গভীরভাবে রয়ে গেছে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার পর বিশ্ব রাজনীতির মানচিত্র বদলে যায়। আমেরিকা ‘ অন টের’ ঘোষণা করে এবং আফগানিস্তানে তালিবানের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। সেই সময় পাকিস্তান



আমেরিকার অন্যতম প্রধান মিত্র হিসেবে সামনে আসে। খাজা আসিফের বক্তব্য অনুযায়ী, সেই সিদ্ধান্তও ছিল চাপের মুখে নেওয়া। পাকিস্তান তালিবানের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং মার্কিন সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে সহযোগিতা করে। কিন্তু তার অভিযোগ, এর ফলাফল ভয়াবহ হয়েছে। পাকিস্তান জঙ্গিবাদ, মৌলানাব, অর্থনৈতিক অস্থিরতা এবং নিরাপত্তা সঙ্কটে জড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার প্রাণহানি, অর্থনৈতিক ক্ষতি এবং সামাজিক অস্থিরতার মধ্য দিনে দেশকে যেতে হয়েছে। অথচ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা তার কৌশল বদলেছে এবং পাকিস্তানকে কার্যত একা ফেলে দিয়েছে। এই প্রসঙ্গেই তিনি তীব্র ভাষায় বলেন, আমাদের টয়লেট পেপারের মতো ব্যবহার করা হয়েছে। তার বক্তব্যে স্পষ্ট ক্ষোভ-আমেরিকা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পাকিস্তানকে কাজে লাগিয়েছে, আর প্রয়োজন ফুরতেই দূরত্ব তৈরি করেছে। তিনি আরও বলেন, পাকিস্তান যে ক্ষতিকর সম্প্রদানি হয়েছে, তা কোনও দিনই পূরণ হবে না। এই বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি পাকিস্তানের প্রাক্তন সামরিক শাসক জিয়া-উল-

হক এবং পারভেজ মুশারফের ভূমিকাও উল্লেখ

করেন। তাঁর মতে, ওই দুই শাসকের আমলে নেওয়া সিদ্ধান্ত পাকিস্তানকে আমেরিকার কৌশলগত বলয়ে আরও গভীরভাবে নিয়ে যায়। বিস্মিত মুশারফের সময় ৯ / ১১-পরবর্তী পরিস্থিতিতে ওয়াশিংটনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা পাকিস্তানকে কঠিন পথে ঠেলে দেয়। বিশ্লেষকদের একাধক মনে করছেন, খাজা আসিফের এই মন্তব্য কেবল অতীতের সমালোচনা নয়, বরং বর্তমান কূটনৈতিক অবস্থান নিয়েও এক ধরনের বার্তা। সাম্প্রতিক সময়ে মার্কিন রাজনীতিতে পরিবর্তন, এবং পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্গঠনের আলোচনা চলার প্রেক্ষিতে এই মন্তব্য কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়েই জল্পনা শুরু হয়েছে। ওয়াশিংটন এখনও পর্যন্ত এই মন্তব্যের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানায়নি। তবে কূটনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে- পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর এমন বক্তব্য দুই দেশের সম্পর্কের উপর কী প্রভাব ফেলবে? বিষয় করে যখন আঞ্চলিক নিরাপত্তা, আফগানিস্তানের স্থিতিশীলতা এবং সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতা এখনও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু, তখন এই ধরনের প্রকাশ্য সমালোচনা সম্পর্কের সমীকরণে নতুন চাপ সৃষ্টি করতে পারে।পাকিস্তানের অভ্যন্তরেও এই মন্তব্য থিরে বিতর্ক দানা বাঁধছে। কেউ বলেন, খাজা আসিফ বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কথা বলেছেন এবং পাকিস্তানের অতীত নীতির পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন। আবার বিরোধীদের একাংশের মতে, এমন ভাষা কূটনৈতিকভাবে সযাত দিয়ে পারে তা আন্তর্জাতিক সম্প্রদে (নেতিবাচক বার্তা বার্তা করে) সব মিলিয়ে, পাকিস্তানের পার্লামেন্টে দাঁিয়ে খাজা আসিফের মন্তব্য কেবল একটি রাজনৈতিক বক্তব্য নয়- এটি দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতির জটিল ইতিহাসের প্রতিফলন। অসামান্য যুদ্ধ, সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান এবং বৃহ শক্তির কৌশলগত স্বার্থ- সবকিছুর ছায়া মেন একসঙ্গে ধরা পাচ্ছে তার কথায়। এখন নজর ওয়াশিংটনের প্রতিক্রিয়ার দিকে। মার্কিন প্রাসাদ কিভাবে এই মন্তব্যকে নেয়, এবং ভবিষ্যতে দুই দেশের সম্পর্ক কোন পথে এগোয়- সেটাই দেখার। তবে একথা স্পষ্ট, খাজা আসিফের বক্তব্য আন্তর্জাতিক কূটনীতির অঙ্গনে নতুন করে আলোচনার বাত। ফলেই



 NAME CHANGE I, Gopinath Baidaya (Old Name) S/O-Gopal Baidya residing at Bangaria , Bholadanga , Naka-shipara , Nadia , West' Bengal 741126 do hereby declared that I have changed my name from Gopinath Baidaya to Gopinath Baidya and henceforth I shall be known as Gopinath Baidya (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Dmkal court on 13/02/2026. My name Gopinath Baidya & Gopinath Baidaya both are same and one identical person.	 NAME CHANGE I, Gopal Baidaya (Old Name) S/O-Upen Baidya residing at Bangaria , Bholadanga , Naka-shipara , Nadia , West' Bengal 741126 do hereby declared that I have changed my name from Gopal Baidaya to Gopal Baidya and henceforth I shall be known as Gopal Baidya (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Dmkal court on 13/02/2026. My name Gopal Baidya & Gopal Baidaya both are same and one identical person.
--	---

 NAME CHANGE I, Hasina Parvin (Old Name) W/O-Sabajahan Ali Sardar residing at Vill-Sahabpara , PO-Paschim Dogachhi , PS-Thana parar , Nadia , West Bengal 741152 do hereby de-clared that I have changed my name from Hasina Parvin to Hasina Parvin Bibi and henceforth I shall be known as Hasina Parvin Bibi (new name) in all pur-pose, vide an affidavit sworn be-fore the notary public Dmkal court on 13/02/2026. My name Hasina Parvin Bibi & Hasina Parvin both are same and one identical person.	 NAME CHANGE I, Kaji Mohammad Mohiuddin (Old Name) S/O-Kaji Md Osiuddin resi-dent of Vill & PO-Gotisha , PS-Mongalkot , Purba Bardhaman , West Bengal 713131 have changed my name and shall henceforth be known as Md Mo-hiuddin Kaji (new name) as de-clared before the notary public Dmkal court , vide affidavit no 97726 dated 03/02/2026. Kaji Mo-hammad Mohiuddin (Old Name) & Md Mohiuddin Kaji (New name) both are same and one identical person.
---	---

মাঝআকাশে ইঞ্জিনে বিস্ফোরণ

১৪ ফেব্রুয়ারি : মাঝআকাশে হঠাৎ বিকট শব্দ, তারপর ইঞ্জিনে আগুন-আতঙ্কে জমে গেল যাত্রীভর্তি বিমান। তবু পাইলটের অসাধারণ উপস্থিতি বুদ্ধি ও দ্রুত সিদ্ধান্তে বসডড দৃষ্টান্ন এড়াল নাইজেরিয়ার একটি উড়ান। ঘটনাটি ঘটেছে Arik Air-এর একটি বিমানে। সৌভাগ্যবশত, কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। ধুববার সকাল ৭টা ২৪ মিনিট নাগাদ বিমানটি গরুঘণ্ডা থেকে গ্রেঞ্জুজুঙ-বলম্বাঙুঙ-এর উদ্দেশে উড়ান শুরু করে। সব কিছু স্বাভাবিকভাবেই চলছিল। কিন্তু বিমানটি যখন প্রায় ২৭ হাজার ফুট উচ্চতায় পৌঁছেছে, ঠিক তখনই আচকা এক বিকট শব্দ শোনা যায়। মুহূর্তের মধ্যে বোঝা যা়, বিমানের একটি ইঞ্জিনে বিস্ফোরণ ঘটেছে।

বিমানের ভেতরে তখন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। যাত্রীরা চিৎকার শুরু করেন, অনেকেই সিট আঁবড়ে ধরেন। কেউ কেউ প্রার্থনা করতে থাকেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনায় জানা গিয়েছে, বিস্ফোরণের পর বিমানের এক পাশ কেন্দ্রে ওঠে এবং জ্বালা দিয়ে ধোঁয়া ও আগুনের আভাস দেখা যায়। পরিস্থিতি দ্রুত জটিল আকার নিতে পারত। তবে সেই ভয়াবহ মুহূর্তেও শান্ত থাকেন পাইলট। পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই জরুরি অবতরণের সিদ্ধান্ত নেন। বিমান লাচল নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিকটবর্তী বিমানবন্দরে নামার আর্মাত চান। সিদ্ধান্ত হ়, বিমানটি জরুরি ভিত্তিতে Benin Airport-এ অবতরণ করবে।

নির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে দক্ষতার সঙ্গে বিমানটি ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বেনিনের দিকে। কিছুক্ষণ পর সফলভাবে জরুরি অবতরণ সম্পন্ন হয়।

বিমানে বিমানকর্মী-সহ মোট ৮০ জন যাত্রী ছিলেন। অবতরণের পর দ্রুত সবাইকে নিরাপদে নামিয়ে আনা হয়। কোনও যাত্রী বা ক্রু সদস্য আহত হননি বলে জানানো হয়েছে। প্রাথমিক সূত্রের খবর, বিমানের একাধিকের ইঞ্জিনে গুরুত্বর ক্ষতি হয়েছে এবং সেটি আংশিকভাবে জলে যায়। ঠিক কী কারণে বিস্ফোরণ ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রযুক্তিগত ক্রটি, যান্ত্রিক সমস্যা বা অন্য কোনও কারণ-সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিমান সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট বিমান নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের প্রশ্ন উঠেছে যাত্রী সুরক্ষা ও বিমানের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে। বিশেষজ্ঞদের মতে, উড়ানের সময় ইঞ্জিন বিকল হওয়া বা বিস্ফোরণের ঘটনা অত্যন্ত বিরল হলেও একেবারে অসম্ভব নয়। তবে আধুনিক বিমানে একাধিক ইঞ্জিন থাকায় একটি বিকল হলেও অন্যটির সাহায্যে নিরাপদে অবতরণ সম্ভব-যদি দ্রুত ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও পাইলটের তাৎক্ষণিক পদক্ষেপই বড় ভূমিকা পালন করেছে। বিমানযাত্রার ক্ষেত্রে এমন ঘটনা যাত্রীদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক সৃষ্টি করে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলেন, জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় পাইলট ও কেবিন ক্রুদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেই প্রশিক্ষণের ফলই এদিন দেখা গেল। মাঝআকাশে ইঞ্জিন বিস্ফোরণের মতো ভয়াবহ পরিস্থিতি যে বড় দুর্ঘটনার রূপ নিতে পারত, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু পাইলটের দক্ষতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত এবং যত্নবিশি্ত অবতরণের ফলে অল্পের জন্য রক্ষা পোনের ৮০ জন যাত্রী। বড় বিপদের মুখ থেকে ফিরে আসা এই ঘটনায় শক্তির নিঃসঙ্গ ফেলেছে নাইজেরিয়ার বিমান মহলা।

 NAME CHANGE I, Abdus Salam Karikar (Old Name) S/O-Janmahammad Karikar resident of Char Nabiganj , Char Moktappur , Nadia , West Bengal, Pin-741152 do hereby de-clared that I have changed my name from Abdus Salam Karikar to Abdus Salam Ansari and henceforth I shall be known as Abdus Salam Ansari (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Dmkal court on 13/02/2026. My name Abdus Salam Ansari & Abdus Salam Karikar both are same and one identical person.	 NAME CHANGE I, Majeda Mandal W/o Aktar Mandal residing at Vill&PO- Nokari , P.S. Ranaghat, Dist. Nadia West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name Majeda Mandal in- stead of Fultusi Mandal and my daughter's actual name Julekha Mandal instead of Jelekha Khatun, vide an affidavit sworn before the L.d. 1st Class Judicial Magistrate at Ranaghat, Nadia dated on 11/02/2026. Majeda Mandal and Fultusi Mandal both are same and one identical person. Julekha Man- dal and Jelekha Khatun both are same and one identical person.
--	--

 NAME CHANGE I, Sanuara Begam (Old Name) W/O-Md Ansar Ali resident of Vill & Po-Islampur, Ps-Islamguri, Dist- Murshidabad , West Bengal, Pin- 742304 do hereby declared that I have changed my name from Sanuara Begam to Mst Sanuwara Begam and henceforth I shall be known as Mst Sanuwara Begam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Dmkal court on 13/02/2026. My name Mst Sanuwara Begam & Sanuara Begam both are same and one identical person.	 NAME CHANGE I, Julekha Mandal D/o Aktar Mandal residing at Vill&PO- Nokari , P.S. Ranaghat, Dist. Nadia West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name Julekha Mandal in- stead of Jelekha Khatun and my mother's actual name Majeda Mandal instead of Fultusi Mandal, vide an affidavit sworn before the L.d. 1st Class Judicial Magistrate at Ranaghat, Nadia dated on 11/02/2026. Majeda Mandal and Fultusi Mandal both are same and one identical person. Julekha Man- dal and Jelekha Khatun both are same and one identical person.
--	---

 NAME CHANGE I, Nafisa Khatun (Old Name) W/O-Sk Samsir Hossain resident of Vill-Dharmadanga , Po-Bewa , Ps-Farakka , Dist-Murshidabad , Jangipur , West Bengal, Pin- 742212 do hereby declared that I have changed my name from Nafisa Khatun to Mst Nafisa Khatun and henceforth I shall be known as Mst Nafisa Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Dmkal court on 13/02/2026. My name Mst Nafisa Khatun both are same and one identical person.	 NAME CHANGE I, LAYEKA ALI MOLLA (Old Name) RESIDING AT Panchur Mandal Para, Vill+PO-Bidhanghar , P.S.-Ranobda Nagar, Dist.-Kolkata , Pin-700066 West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as LAYEK ALI MOLLA (New Name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Ali- pore vide Affidavit no-92641 Dated 24-11-2025. LAYEKA ALI MOLLA and LAYEK ALI MOLLA both are same and one identical person.
--	--

 NAME CHANGE I, Hasem Ali Sekh (Old Name) S/O-Abul Kasem Sk resident of Vill-Ekghoria Ojpara , Po-Ekghoria , Ps-Burwan , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742173 do hereby declared that I have changed my name from Hasem Ali Sekh to Hasem Sk and henceforth I shall be known as Hasem Sk (new name) in all pur-pose, vide an affidavit sworn be-fore the notary public Dmkal court on 13/02/2026. My name Hasem Sk & Hasem Ali Sekh both are same and one identical person.	 নাম পরিবর্তন আমি Motiunehar Bibi, WO Abul Kalam Mondal, গ্রামঃ জিনদিয়া, পোঃ তাত্‌বিরল, থানাঃ সাগরদীঘি, পিন ৭৪২২৩৫, মূর্শিদাবাদের বাসিন্দা। আমার নাম Motiunehar Bibi বা ভোটার এবং আমার কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু ৫৩ সাগরদীঘি বিনামসভায় ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে আমার নাম Minu Bibi লিপিবদ্ধ রয়েছে। ১১.০২.২০২৬ তারিখ মূর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর এল্লিকিটাজ মডেল টাউনে কোর্টে এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Motiunehar Bibi and Minu Bibi এক এবং অভিন্ন।
---	---

 NAME CHANGE I, Shaikh Ommar (Old Name) S/O-Yasin Sekh residing at Vill-Kewatala , PO & PS-Daulatabad , Murshidabad , West Bengal 742302 do hereby declared that I have changed my name from Shaikh Ommar to Sk Omar and henceforth I shall be known as Sk Omar (new name) in all pur-pose, vide an affidavit sworn be-fore the notary public Dmkal court on 13/02/2026. My name Sk Omar & Shaikh Ommar both are same and one identical person.	 নাম পরিবর্তন আমি Ali Newaz Seikh, SO Sehetar Ali, গ্রামঃ মাঝারিপাড়া, পোঃ সন্ধিগড়া বাজার, থানাঃ হাল্লাপুৰ, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার জন্ম তারিখ ১৬.০৫.১৯৭০ যা তারিখের হাউ হুন্স সার্টিফিকেট লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু ২৮.০৩.১৯৫৮ জন্ম তারিখ ভোটার এবং আধার কার্ডে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ১৩.০২.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট নোটারি পাবলিক কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি আমার আসল জন্ম তারিখ ১৬.০৫.১৯৭০। ভোটার, আধার কার্ড সহ সর্বত্র জন্ম তারিখ ২৮.০৩.১৯৫৮ পরিবর্তে ১৬.০৫.১৯৭০ করার আবেদন জানাছি।
---	---

 NAME CHANGE I, MARJINA SEKH WIFE OF FIKUL SEKH. FARUK SEKH IS MY SON. HIS BIRTH CERTIFI- CATE MY NAME HAS BEEN RECORDED AS MARJINA BIBI AFFIDAVIT BY EXECU- TIVE MAGISTRATE KRISHNA- GAR COURT ON 15/12/2025 I MARJINA SEKH AND MAJINA BIBI BOTH ARE SAME PER SON MY ACTUAL NAME IS MARJINA SEKH R/O VILL + P.O KALINGA P.S CHAPRA NADIA.	 NAME CHANGE I, MUNNA LAHIRI S/O PRAHLAD LAHIRI MY FA- THER NAME HAS BEEN RECORDED IN MY MAD- HYAMIK PASS CERTIFICATE AS PROLLADH LAHIRI AFFI- DAVIT BY NOTARY PUBLIC AT KRISHNAGAR ON 12/2/6 I PRAHLAD LAHIRI, PROHLAD LAHIRI, AND PRO- LLADH LAHARI ALL ARE SAME PERSON R/O VILL- SANTIPRA P. O BANGALJHI P.S CHAPRA NADIA .
--	--

 NAME CHANGE I, Chhita Ranjan Biswas (Old Name) S/O-Gour Biswas residing at Coopers , Ranaghat, Nadia West Bengal 741232 do hereby declared that I have changed my name from Chhta Ranjan Biswas to Chitta Biswas and henceforth I shall be known as Chitta Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Dmkal court on 13/02/2026. My name Chitta Biswas & Chhta Ranjan Biswas both are same and one identical person.	 NAME CHANGE I, SOHARAB ALI SEKH S/O Late Abdul Wahab sekh residing at Vill.-Raghu- nathpur PO-Jeipur, P.S. Haripal, Dist. Hooghly, Pin-712405 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name Soharab Ali Sekh instead of SK Sourav, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore vide on 05/02/2026. Soharab Ali Sekh and SK. Sourav both are same and one identical person.
---	---

ntc industries limited
CIN: L70109WB1991PLC063562
Regd. Office: 149, B.T. Road Kamarhat, Kolkata-700058

৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য
অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের (বৃত্তন এবং সম্মতি) বিবরণীর সত্মপণ লক্ষ টাকায়

বিবরণ	সৃত্তন	ত্রৈমাসিক শেষ	নয় মাস শেষ	বছর শেষ
	৩১.১২.২০২৫	৩০.০৯.২০২৫	৩১.১২.২০২৪	৩১.১২.২০২৪
মোট কার্যক্রম থেকে আয় (নেট)	অ-নিরীক্ষিত	অ-নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অ-নিরীক্ষিত
সময়ের জন্য নিট লাভক্ষতি (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেম)	২৬১.১৭	২৬৩.৯৬	১২৭.০৯	৪৩৭.১২
সময়ের জন্য নিট লাভক্ষতি (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেমের পরে)	৬৬৭.৬২	৬৬৭.৬৮	১৭৬.৮৮	৪১৮.৬০
সময়ের জন্য নিট লাভক্ষতি (করের পরে, ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেমের পরে)	৬৬৭.৬২	৬৬৭.৬৮	১৭৬.৮৮	৪১৮.৬০
এই সময়ের জন্য মোট বিবৃত্ত আয়(এই সময়ের জন্য লাভ ক্ষতি) অন্তর্ভুক্ত(করের পরে) এবং বিবৃত্ত আয়(করের পরে)	২৬৩.৯৬	৬০৬.৭৪	১৩১.০১	১০৩৪.৪৮
এই সময়ের জন্য মোট বিবৃত্ত আয়(এই সময়ের জন্য লাভ ক্ষতি) অন্তর্ভুক্ত(করের পরে) এবং বিবৃত্ত আয়(করের পরে)	১৭৭২.৪০	(২৬৯.১১)	১৮৭১.৬৭	৪৯১৬.৬৬
ইকুইটি শেয়ারের আয়(প্রতিটি ১০ টাকা আনুমানিক মূল্য)	১৪৪১.৯০	১৪৪১.৯০	১৪৪১.৯০	১৪৪১.৯০
নিরীক্ষিত ব্যালান্স বেনোমা রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়নের রিজার্ভ ব্যতীত)পূর্ববর্তী বছরের শিট	-	-	-	-
ইকুইটি শেয়ারের আয়(প্রতিটি ১০ টাকা আনুমানিক মূল্য) মৌলিকঃ	১.৮২	২.১১	০.৯৭	৭.১২
পাতলা করাঃ	১.৮২	২.১১	০.৯৭	৭.১২

বিবরণ	সুসহত	ত্রৈমাসিক শেষ	নয় মাস শেষ	বছর শেষ
	৩১.১২.২০২৫	৩০.০৯.২০২৫	৩১.১২.২০২৪	৩১.১২.২০২৪
মোট কার্যক্রম থেকে আয় (নেট)	অ-নিরীক্ষিত	অ-নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অ-নিরীক্ষিত
সময়ের জন্য নিট লাভক্ষতি (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেম)	৬০৬.৬৬	১৯৮৮.৪১	১৫৯৬.৯০	৯৩৫২.৪৫
সময়ের জন্য নিট লাভক্ষতি (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেমের পরে)	৫১৬.৮৮	৫৪৬.১৯	২৬৭.৭৫	১৮১৯.১৭
সময়ের জন্য নিট লাভক্ষতি (করের পরে, ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেমের পরে)	৫১৬.৮৮	৫৪৬.১৯	২৬৭.৭৫	১৮১৯.১৭
এই সময়ের জন্য মোট বিবৃত্ত আয়(এই সময়ের জন্য লাভ ক্ষতি) অন্তর্ভুক্ত(করের পরে) এবং বিবৃত্ত আয়(করের পরে)	৬০২.৯৬	৪৩৫.৭৭	২৬৪.২৯	১১৬৮.৬১
ইকুইটি শেয়ারের আয়(প্রতিটি ১০ টাকা আনুমানিক মূল্য) মৌলিকঃ	১৮৯০.৮৯	(১১০.০৮)	১৯৩০.৯০	৫১৭৪.১১
পাতলা করাঃ	১৪৪১.৯০	১৪৪১.৯০	১৪৪১.৯০	১৪৪১.৯০
নিরীক্ষিত ব্যালান্স বেনোমা রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়নের রিজার্ভ ব্যতীত)পূর্ববর্তী বছরের শিট	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ইকুইটি শেয়ারের আয়(প্রতিটি ১০ টাকা আনুমানিক মূল্য) মৌলিকঃ	২.৬৩	৬.৭৭	১.৭৪	৯.৬৭
পাতলা করাঃ	২.৬৩	৬.৭৭	১.৭৪	৯.৬৭

উপরেটি সেবি(তালিকাভুক্ত বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এররেগুলেশন ৩৬ এর অধীনে সীক এন্ডরেজেল দাখিল করা অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী ফর্মটো একটি উদ্ভাট। উল্লিখিত ফলাফলগুলিআইটি কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রায়ের পর্যালোচনা পরেের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। মোমাসি এবং নয় মাস সমাহৃত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্মাস্টিক এন্ডরেজেলের ওয়েবসাইটে (www.bseindia.com বা www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে আর্থিক, www.ntcindia.com -এ পাওয়া যাবে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৫ই ফেব্রুয়ারী ২০২৬

বোর্ডের পক্ষে এবং তারফে
বাসমন্ড-অভিজিৎ মাহতি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN: 10456500

বিজেপি নেতাকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শেওড়াকুলি, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ হুগলির শেওড়াকুলিতে বিজেপি কর্মীর নাক ফটানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। গুলি করে দেওয়ার হুমকির অভিযোগ তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে। পাষ্টা বিজেপির বিরুদ্ধে দেওয়াল দখলের অভিযোগ তৃণমূলের। অভিযোগ অস্বীকার কাউন্সিলরের। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির বৈদ্যবাটি পুরসভা শেওড়াকুলি কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা। তৃণমূল-বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক উত্তেজনা। বিজেপি কর্মীদের মারধর করার অভিযোগ কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে। বিজেপির অভিযোগ, দিল্লি রোড সংলগ্ন একটি কেমিক্যাল কারখানায় দিয়ে বিযাক্ত থোমা বেরোয়া। সেই বিষয়টি বিজেপি কর্মীরা দেখতে যায় গতকাল রাতে গোবিন্দ কলোনি এলাকায়। অভিযোগ, সেই সময় কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর হরিপদ পাল তাঁর দলবল নিয়ে আক্রমণ করে বিজেপি কর্মীদের উপর। বেধড়ক মারধর করা হয় বিজেপি কর্মীদের। অভিযোগ, নাক ফেটে রক্ত বেরতে থাকে এক বিজেপি কর্মীরা। এরপর রাতেই শ্রীরামপুর থানায় অভিযোগ করা হয় কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে। আহত বিজেপি কর্মী শ্রীরামপুর ওয়ালসু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় বিজেপি নেতা অমানিশ আইয়ার বলেন, “হরিপদ বলেছে দানা ভরে দেবে। শেওড়াকুলিতে এই রাজনীতি ছিল না। আমরাও এর শেষ দেখে ছাড়াব।” অভিযোগ অস্বীকার করেন তৃণমূল কাউন্সিলর হরিপদ পাল। পাশ্াট তাঁর অভিযোগ বিজেপি বিরুদ্ধে। তৃণমূলের দেওয়াল দখল করার। কাউন্সিলর বলেন, “ঝামেলায় অভিযোগ শুনে ঘটনামূলে গিয়ে দেখি ধাক্কাধাক্কি হয়েছে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে। বিজেপি কর্মীরা রাধা গোবিন্দ কলোনি এলাকায় গিয়ে উত্তপ্ত করছিল। আমাদের সাংসদের নামে দেওয়াল লেখা ছিল, তার উপর বিজেপি পোস্টার মেরে দেয়। সেটা তুলে নিতে বলা হয়েছিল ওরা শোেননি।”

হাসপাতাল থেকে উধাও মৃতদেহ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ সিউড়ি সুপার পেশপ্যালাটি হাসপাতালে বজ্র-আঁটনি ফস্কা গেরো। হাসপাতাল থেকেই উধাও মৃতদেহ। কিন্তু কে বা কারা এই কাজ করল সেই খবর করাও কাছ নেই। প্রশ্ন হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীদের ভূমিকা নিয়ে। হাসপাতালের আশ্চিঃ সুপার ডাঃ সূরতর্ গড়াই যদিও জানিয়েছেন কর্তার গাফিলতি খতিয়ে দেখা হবে। কিন্তু হাসপাতালের ভিতরে থাকা দেহ লোপাট হয়ে যায় কী করে তা নিয়ে চাপানউতোর খামছে না। হাসপাতাল



সূত্রে জানা গিয়েছে ভর্তি করার সময় ওই রোগীর নাম জানানো হয় অজয় সিং। বাবার নাম ভল্লা সিং। বাড়ি পাশ্বেশ্বর। এদিন বেলা ১১.২০ নাগাদ তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় ভর্তি করে কিন্তু লোকজন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। মিনিট দশেকের মধ্যেই ওই রোগীর মৃত্যু হয়। এমনকী মৃত্যুর পর লিফটে করে তাঁর দেহ নামানোও হয়। কিন্তু তারপর দেহ কোথায় গেল তা কেউ বলতে পারছেন না। যারা নিয়ে গেল তাঁরা কী মৃতের পরিচিত নাকি অন্য কেউ? উত্তর মিলছে না। খবর চাউর হতেই রীতিমতো শোরগোল শুরু হয়ে যায় হাসপাতালে। হাসপাতালে আসা অন্যান্য রোগীর আত্মীয়রাও বলছেন, নিরাপত্তা আরও জোরদার করা দরকার। কে কোথা থেকে আসছে, কে নিয়ে যাচ্ছে সব রেকর্ডই তো থাকা দরকার। আর এক রোগীর আত্মীয় দীপঙ্কর দত্ত বলছেন, “এত সিকিউরিটির মধ্যে দিনেরগেলা যদি এই কাণ্ড ঘটে যায় তাহলে দায় কে নেবে! সিটিচিভি-তেও তো কিছু ধরা পড়ছে না। আমাদেরও রোগী এখানে ভর্তি আছে। আচমকা যদি অন্য রোগীরাও উধাও হয়ে যায় তাহলে আমরা কাকে বলব?” অন্যান্যদের আওয়াজ নিরাপত্তা রক্ষীরাও কিছুই বলতে চাননি। একজনকে প্রশ্ন করা হলে উল্টে তিনি বলেন, “আমি ডিউটিতে ছিলাম না। কে ডিউটিতে ছিল কিছুই বলতে পারব না।”



মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর অনুপ্রণয়ণায় এবং শ্রম দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী সম্মানীয় মলয় ঘটক মহাশয়ের নির্দেশে বিধান সভা ভিত্তিক বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনার একটি সচেতনতা শিবির আজ আয়োজিত হলো রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে। রাজগঞ্জের বিধায়ক সম্মানীয় খগেশ্বর রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে ও সকল স্তরের জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হলো এই শিবির। রাজগঞ্জ বিডিও অফিসের পাশে প্রস্তাবিত ফয়ার স্টেশন মাঠে আয়োজিত এই ক্যাম্পে প্রায় ৫০০ অসংগঠিত শ্রমিক কর্মচারী বিনা মূল্যে সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করলেন। পাঁচ জন নিবন্ধীকৃত শ্রমিকের নমিনি রা পেলেন মৃত্যু কালীন সহায়তা মাথাপিছু ৫০,০০০ টাকা করে এককালীন অনুদান।

বিজেপির দখলে থাকা পঞ্চায়েতে প্রধানের অপসারণ চাইছেন বিজেপির সদস্যরাই, সঙ্গী তৃণমূল-সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল বিজেপির হাতে। প্রধানও তাদের। কিন্তু প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে অনাস্থা প্রকাশ করছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য। চাঞ্চল্যকর বিষয় প্রধানের অপসারণ চেয়ে বিরোধীদের পাশাপাশি বিজেপির সদস্যরাও একজোট হয়েছেন। তাতেই সরগরম পূর্ব মেদিনীপুরের রাজনৈতিক মহল। নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের নন্দীগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই বিডিও-র কাছে অনাস্থার চিঠি জমা দিয়েছেন পঞ্চায়েতের ৯ সদস্য। বিডিও নাজিরুদ্দিন সরকার বলছেন, চিঠি এসেছে। গোটা গ্রাম খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই বিষয় পঞ্চায়েতে মোট আসনের সংখ্যা ১৭। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এখানে ৯টি আসন চলে আসে বিজেপির হাতে। তারহি বোর্ড গঠন করে। বাকি থাকা ৮ আসনের মধ্যে ৬টি যায় তৃণমূলের খাতায়, দু’টি পায়

সিপিএম। এদিকে এখন অনাস্থার যে চিঠি বিডিও-র কাছে জমা পড়েছে তাতে সেই করেছেন বিজেপির দুই সদস্য দীপ্তিরানি নায়ক ও মৌসুমী তেওয়ারি। সেই করেছেন সিপিএম সদস্য সামসুর নাহার এবং



তৃণমূলের ৬ জন সদস্য। কিন্তু কেন এই কাণ্ড? বিরোধী সদস্যরা সকলেই জোরাল সওয়াল করছেন দুর্নীতি ও অনুন্নয়নের প্রশ্নেই। ছাব্বিশের ভোটের আগে এ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চাপানউতোর শুরু হলেও বিজেপি ও তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বের

শানিয়ে তিনি বলছেন, “এই

এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই নানা চুরি, দুর্নীতি,তোলাবাজির খবর আসছে। পঞ্চায়েতে যে জায়গায় বিজেপি

আছে সে জায়গায় তারা লুটেপুটে খাচ্ছে। যে জায়গায় তৃণমূল আছে সেখানে তারাও একই কাজ করছে।”

তল্লাশি চালানোর সময় একটি বালতি উদ্ধার হয়। সেই বালতির ভিতর থেকেই ১০টি তাজা বোমার দেখা পায় পুলিশ। বোমাগুলি

কে বা কারা, কী উদ্দেশ্যে নির্জন পুকুর পাড়ে এই বোমাগুলি মজুত করেছিল, তা এখনও জানা যায়নি। বোমাদেে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এলাকার লোকজনকে। একইসঙ্গে এর নেপথ্যে রাজনীতির কোনও যোগ আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি, এলাকায় আরও কোনো বিস্ফোরক লুকানো রয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করতে জোরদার তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ।

OFFICE OF THE SANKRAIL GRAM PANCHAYAT
VILL.+ P.O.: SANKRAIL, P.S.: SANKRAIL, DIST.: HOWRAH

NOTICE INVITING e-TENDER No:
WB/HZP/SANK/SGP/Net/ 24/25/APAS

For and on behalf of the Sankrail Gram Panchayat, The Pradhan, invites percentage rate tenders through e-tendering for 13(THIRTEEN) Nos. different works. Document download/sale start date from 12/02/2026 at 5.00 P.M. Bid Submission starting from 12/02/2026 at 05.00 P.M. Last date of submission of Bid on 19/02/2026 at 05.00 P.M. Bid Opening Date (Technical) 21/02/2026 at 5.00 P.M. For Details please visit website <https://wbttenders.gov.in>.
Sd/- Prdhan
Sankrail Gram Panchayat

বাংলার বাড়ি প্রকল্পে উপভোক্তাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হচ্ছে! দিকে দিকে বিস্ফোরক অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার ও ডেবরা, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ঘর বরাদ্দ হতে বাড়িতে হাজির হচ্ছেন শাসকদলের নেতারা। দাবি করছেন মোটা অঙ্কের কাটামনি। আর কাটামনি না দিলে নাকি আটকে যাবে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা। একাধিক জেলায় তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে এমনই হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠছে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আলিপুরদুয়ারের কালচিনি ব্লক ও পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরায়। যদিও অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে রাজ্যের শাসকদল। বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ উঠছে, বাংলার বাড়ি প্রকল্পে উপভোক্তাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হচ্ছে। এমনই অভিযোগে উঠল আলিপুরদুয়ারের কালচিনিতেও। ডিমা চা বাগান থেকে এই এলাকায় যারা যারা বাংলার বাড়ি প্রকল্পে টাকা পাচ্ছেন, তাঁদের কাছ থেকে পনোরো হাজার টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠল স্থানীয় তৃণমূল নেতা ও পঞ্চায়েত সদস্যর স্বামী বিরুদ্ধে। অভিযোগ, উপভোক্তাদের ভয় দেখানো হচ্ছে, টাকা না দিলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া হবে না। এমনকি কোনও কোনও ক্ষেত্রে জবরদস্তি করে কাটামনি আদায় করা হচ্ছে। অনেকে ভয়ে টাকা দিয়ে

দিচ্ছেন। অনেকে টাকা দিতে অস্বীকার করছেন। বাংলার বাড়ি প্রাপকরা বলছেন, এক লক্ষ কুড়ি হাজার পাওয়া যাবে। এই টাকায় আজকের দিনে নতুন ঘর বানানো সম্ভব নয়। তার মধ্যে যদি



পঞ্চায়েতকে টাকা দিতে হয়, তাহলে কিস্তিভাবে ঘর হবে? স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যর স্বামী তৃণমূল নেতা বাগ্না সরকার পনোরো হাজার টাকা দাবি করছেন বলে অভিযোগ। যদিও এই বিষয়ে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা বাগ্না সরকার বলেন, “মিথ্যা অভিযোগ। সব বিরোধীদের চক্রান্ত।” তাঁর কথায়, “আসলে আমাদের এখানে আমি মজবুত সংগঠন করছি, তা দেখে বিরোধীরা ভয় পেয়ে গিয়েছে। ২০২৬ ভোটের পূর্বে বিরোধীদের

পায়ের তলায় মাটি সরে গিয়েছে। তাই মিথ্যা অভিযোগ ও চক্রান্ত করে আমাদের বনামে করার চেষ্টা করছে বিরোধীরা।” এই বিষয়ে বিজেপি কালচিনি বিধায়ক বিশাল লামা বলেন, “রাজ্যজুড়ে এমন চলছে।

‘গালে চুমু খেতে শুরু করে’

তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক দলীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঁথি, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ নারী সুরক্ষা ও ‘অপরাজিতা বিল’ নিয়ে যখন রাজ্য রাজনীতি সরগরম, ঠিক তখনই বিড়ম্বনার মুখে শাসকদল তৃণমূল। পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে দলীয় মহিলা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে শারীরিকভাবে হেনস্তার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির বিরুদ্ধে। মহিলা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের ভাইরাল অভিযো ঘিরে জোর বিতর্ক কাঁথিতে। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সোশ্যাল মিডিয়ায় এই নিয়ে পোস্ট করে সরব হয়েছেন। রাজনৈতিক চাপানউতোর বাতार পরই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও দলীয় পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন অভিযুক্ত নেতা। পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে ওই মহিলা গ্রাম প্রধানকে শারীরিকভাবে হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে কাঁথি ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিকাশচন্দ্র বৈজের বিরুদ্ধে। শনিবার সকালে এই নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন শুভেন্দু। সেখানে তিনি লেখেন, ‘তৃণমূল নেতাদের হাতে দলের মহিলা নেত্রীরাই সুরক্ষিত নন। তিনি অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে তদন্ত ও কড়া আইনি পদক্ষেপের দাবি জানান। সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই

মহিলা গ্রাম প্রধানের ভাইরাল অভিযোগও দেনা।’ সেই অভিযোগে মহিলাকে বলতে শোনা যায়, পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে একটি

লক্ষ্মীর ভান্ডার, বার্ষিক্য ভাতার টাকা ঢুকছে না কারণ ঘিরে শোরগোল মালদহে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদহ, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ায়, কংগ্রেসের কর্মী সর্মথক হওয়ায় গোটা গ্রামের মানুষ বঞ্চিত বার্ষিক্য ভাতা, লক্ষ্মীর ভান্ডার থেকে। এই অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। ভাতা কি শুধু তৃণমূল করলেই মিলবে? উঠেছে প্রশ্ন। সরকারি প্রকল্প থেকে বঞ্চিত রাখার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে शामिल হলেন মালদহের চাঁচল ২ ব্লকের চন্দ্রপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পুরাতন খানপুর গ্রামের বাসিন্দারা। কংগ্রেস পঞ্চায়েত সদস্যকে ভোট দেওয়াই কি অপরাধ? রং দেখে উন্নয়ন? প্রশ্ন তুলে সরব গ্রামবাসীরা। তবে অভিযোগে উড়িয়ে রাছের শাসকদল। চাঁচল ২ ব্লকের পুরাতন খানপুর গ্রামের প্রায় ৩০০ পরিবারকে সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখার অভিযোগ উঠেছে। বার্ষিক্য ভাতা থেকে শুরু করে লক্ষ্মীর ভান্ডার একাধিকবার আবেদন করার পরেও বৃদ্ধ বৃদ্ধারা। গ্রামের একাধিক প্রবীণের অভিযোগ, বার্ষিক্য ভাতার জন্য আবেদন করেও মাসের পর মাস কেটে গেলেও কোনও সাড়া মেলেনি। ব্লকে, পঞ্চায়েতে সর্বত্র নথি জমা করেও মেলেনি কিছুই। শুধু বলা হচ্ছে দেখছি। কিন্তু



কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। একই ছবি লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়েও। ওই গ্রামের কয়েকজন মহিলা অভিযোগ করছেন, সমস্ত নথি জমা দেওয়ার পরও তাঁদের আকাউন্টে টাকা ঢোকেনি। তাঁদের দাবি, রাজনৈতিক সর্মথন না থাকায় ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। যেহেতু তাঁরা কংগ্রেসকে ভোট দিলেছেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ওই বুথের কংগ্রেসের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রাজীব আলি। তাঁর দাবি, তিনি কংগ্রেসের হয়ে জয়ী হয়েছেন। তাই শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস কোনও উন্নয়ন করছে না এলাকায়। বঞ্চনার স্বীকার হাচ্ছে গ্রামবাসী। ভ্রত সরকারি প্রকল্পের সুবিধা না দিলে ব্লক অফিস ঘেরাও করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল। জেলা তৃণমূল মুখপাত্র আশিস কুড়ু বলেন, “মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের জন্য ৯৪টি প্রকল্প চালু করেছেন। সেখানে কোনও দল দেখা হয় না। সঠিকভাবে আবেদন করলেই প্রকল্পের সুবিধা মিলবে। আর কংগ্রেস যেন এই নিয়ে রাজনীতি না করে। দেখা যাবে, তাদের বাড়ির লোকজন ঠিকই সুবিধা পাচ্ছেন। ফলে ঠিকমতো গিয়ে প্রশাসনের কাছে আবেদন করুন।”

যায়, তিনি এর শেষ দেখে ছাড়বেন। প্রয়োজনে নবাবে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করবেন। ভাইরাল অভিযোগে ঘিরে



রুমের তাকে ডাকেন অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা। ভাইরাল অভিযোগে মহিলাকে বলতে শোনা যায়, উনি গাল ধরে বলেন, “তুমি সব পারবে। এই বলে গালে চুমু খেতে শুরু করে। আমি বলি, বিকাশাশ রুমে এসে এটা কী হচ্ছে? বলার পর কিছু বলেনি। বলেন, তুমি যাও। আমি তোমাকে ফোন করব। একজন প্রধানের সঙ্গে যদি উনি এমন ব্যবহার করেন, তাহলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করেন?” ভাইরাল অভিযোগে মহিলাকে বলতে শোনা

ফের প্রকল্পের টাকা লুণ্ঠের অভিযোগ, এবার বাঁকুড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ এ যেন পিসি সরকারের গিলি গিলি ছু মজিকা। ছিল রুমাল হয়ে গেল বিড়াল। আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পে গ্রামবাসীরা যে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেই কাজ না করে দু’টি কাজের জন্য বরাদ্দ টাকাও তুলে নেওয়া হয়েছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, পেয়ে ছাতনা ব্লকের আধিকারিকেরা ঘটনার তদন্তে গ্রামে গেলে সরকারি প্রকল্পের টাকা এভাবে নয়ছয়ের অভিযোগে প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। এলাকাবাসীর দাবি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও নির্মাণ সহায়ক সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের যোগসাজসে প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যেই এমন কাজ করেছেন। নজরদারিতে গাফিলতের কথা স্বীকার করলেও টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন নির্মাণ সহায়ক ও সংশ্লিষ্ট

সম্প্রতি দেখেন দুটি পৃথক আইসিডিএস কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগ ও ওয়েরি-এর কাজ গায়েব হয়ে গিয়েছে। বদলে অপ্রয়োজনীয়ভাবে দুটি পৃথক আইসিডিএস কেন্দ্রে বসানো হয়েছে হাই মাস্ট আলো। দু’টি কাজের জন্য বরাদ্দ টাকাও তুলে নেওয়া হয়েছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, পেয়ে ছাতনা ব্লকের আধিকারিকেরা ঘটনার তদন্তে গ্রামে গেলে সরকারি প্রকল্পের টাকা এভাবে নয়ছয়ের অভিযোগে প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। এলাকাবাসীর দাবি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও নির্মাণ সহায়ক সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের যোগসাজসে প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যেই এমন কাজ করেছেন। নজরদারিতে গাফিলতের কথা স্বীকার করলেও টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন নির্মাণ সহায়ক ও সংশ্লিষ্ট

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর উদ্যোগে **আমাদের পাড়া**

আমাদের পাড়া

আমাদের সমাধান

আপনার সমস্যা, আপনার সমাধান, আপনার সিদ্ধান্ত

Scheme Id - APAS/01/248/193/0005

Scheme Name :- Electric connection ICDS centre at Gholgoria 1 a Jagannathpur ICDS centre Mouza - Gholgoria and Jagannathpur under Teghe Gram Panchayat under Chhatna Development Block under APAS fund

Scheme Amount :- 79,900.00 /- :- Implemented By :- Teghori Gram Panchayat

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সংসদের মানুষ একসঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ওই প্রকল্পে বরাদ্দ টাকায় জগন্নাথপুর গ্রামের রাস্তার একাংশ পাকা করা হবে। পাশাপাশি জগন্নাথপুর ও যোলগড়িয়া গ্রামে দুটি পৃথক আইসিডিএস কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগ ও ওয়েরি-এর কাজ হবে। একই সঙ্গে জগন্নাথপুর গ্রামের হরিমন্দির আটচালায় বসবে হাইমাস্ট লাইট। সেই সিদ্ধান্ত লিখিত ভাবে জানানো হয়েছিল স্থানীয় তেঘরী গ্রাম পঞ্চায়েতে। কিন্তু গ্রামবাসীদের সেই সিদ্ধান্ত পঞ্চায়েতে যাওয়ার পর অসম্মত কারণে বদলে যায়। গ্রামের মানুষ

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। তৃণমূল পরিচালিত ছাতনা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির দাবি রাজ্য সরকারের বদনাম করার উদ্দেশ্যেই বিজেপি পরিচালিত তেঘরী গ্রাম পঞ্চায়েত এমন কাজ করেছে। এর বিরুদ্ধে প্রকৃত তদন্ত ও দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিও জানিয়েছেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। বিজেপির পাষ্টা দাবি, মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসিয়ে বিজেপির পঞ্চায়েত প্রধান ও সদস্যকে ফাঁসিয়ে সিদ্ধান্তে দলে টানার উদ্দেশ্যেই এই চক্রান্ত করেছে তৃণমূল।

শিয়ালদহ-মালতীপাটপুর-শিয়ালদহ স্পেশাল ট্রেন					
আসন্ন হোলি উৎসবের সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০৩০১/০৩০২ শিয়ালদহ-মালতীপাটপুর-শিয়ালদহ স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, স্টপসেজ, চলাচলের দিন এবং গঠন অনুযায়ী চলবে।					
শিয়ালদহ - মালতীপাটপুর	(০৩১০১)	(০৩১০২)	মালতীপাটপুর - শিয়ালদহ		
চলাচলের দিন	পৌষেদে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌষেদে	ছাড়বে
শুক্রবার	—	২৩.৫০ ↓	শিয়ালদহ	০২.০০	—
০১.০০	০১.৫৫	আব্দুল	০০.৫৫	০০.১০	—
০২.৩৫	০২.৪০	খড়গপুর	২২.৩৫	২২.৪০	—
০৬.৫৫	০৭.০০	কটক	১৭.৪০	১৭.৪৫	শনিবার
০৯.৩৫	—	মালতীপাটপুর ↑	—	১৫.৪০	—
উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনটি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে বালাসোর, ভদ্রক, জাজপুর, কেওনধর রোড, ভুবনেশ্বর ও খুরদা রোড স্টেশনেও থামবে। চলাচলের তারিখ/ দিন ১ শিয়ালদহ থেকে ০৩১০১ – ২৭/০২, ০৬/০৩, ১৩/০৩ ও ২০.০৩.২০২৬ তারিখ (শুক্রবার) = ০৪টি ট্রিপ এবং মালতীপাটপুর থেকে ০৩১০২ – ২৮/০২, ০৭/০৩, ১৪/০৩ ও ২১.০৩.২০২৬ তারিখ (শনিবার) = ০৪টি ট্রিপ। গঠন ১ এসি ফার্স্ট ক্লাস – ০১টি, এসি ২-টিয়ার – ০৪টি, এসি ৩-টিয়ার – ১২টি, পাওয়ার কার – ০২টি = ১৯টি কোচ। স্ক্যাটপেরি ৪ মেগ/এক্সপ্রেস। চিফ প্যাসেঞ্জার ক্লাসপোর্টেশন ম্যানেজার					
পূর্ব রেলওয়ে					
অনুসরণ করুন ৪ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter					

ভিন দেশে সাগরপারে ভারত-পাক মহারণ



কলসো, ১৪ ফেব্রুয়ারি : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ মানেই স্নায়ুর পরীক্ষা। আর প্রতিপক্ষ যদি পাকিস্তান হয়, তা হলে উত্তেজনার পারদ ভূঁয়ে ফেলে আকাশ। সেই বহুল প্রতীক্ষিত ম্যাচের আগে শ্রীলঙ্কার কলসোয় পৌঁছে ভারতীয় শিবিরে ধরা পড়ল একেবারে অন্য ছবি-চাপ নয়, হাসি উদ্বেগ নয়, আত্মবিশ্বাস। আজ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। দল নির্বাচন নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে-ভারত যদি দু’জন জোরে বোলাব নিয়ে মাঠে নামে, তা হলে সুযোগ পেতে পারেন অর্শদীপ। আবার এক পেসার-কেন্দ্রিক সমীকরণে তাকে বসতেও হতে পারে। কিন্তু সেই সম্ভাব্য অনিশ্চয়তার ছায়া তাঁর শরীরী ভাষায় নেই। বরং রান খরচ হলেও নিয়মিত উইকেট তুলে নেওয়া এই পেসার যেন নিজের ছন্দেই আছে। আমেরিকা ও নামিবিয়ার বিরুদ্ধে নতুন বলে দলকে শুরুতেই সাফল্য এনে দিয়েছেন তিনি। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে ভারতের অন্যতম ভরসা হিসেবে বিশ্বকাপের মাঝপথেও আত্মবিশ্বাস অটুট। হেড কোচ সৌম্য গম্ভীর মাঠে দৃঢ় ও কেন্দ্রীভূত মনোভাব নিয়ে অনুশীলন পর্যবেক্ষণ করেছেন। তার চোখে লক্ষ্য স্পষ্ট – ভারতীয় দল মাঠে পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। গম্ভীর মনে করেন, মানসিক দৃঢ়তা, কৌশলগত পরিকল্পনা এবং খেলোয়াড়দের প্রস্তুতি ম্যাচের ফলাফল নির্ধারণ করবে। তার নজর রয়েছে প্রতিটি খেলোয়াড়ের ফিটনেস, ব্যাটিং ও বোলিং প্রস্তুতি, এবং মাঠে মানসিক চাপ সামলানোর ক্ষমতার দিকে। ভারতীয় দল ব্যাটিংয়ে শক্তি প্রদর্শনের লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামবে। ব্যাটিং লাইনআপের ভারসাম্য নিশ্চিত করতে এবং দলের আক্রমণ শক্তিশালী করতে কোচ গম্ভীর বিশেষ মনোযোগী। তবে দলের সুস্থতা নিয়ে কিছু উদ্বেগও ছিল। আবিষেক শর্মা সম্প্রতি অসুস্থ ছিলেন, তবে তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরতে চাইছেন। তার লক্ষ্য হবে দলের ব্যাটিংয়ে শক্তি যোগ করা এবং গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে অবদান রাখা। দলের অন্যান্য খেলোয়াড়রা ফিটনেস এবং মানসিক প্রস্তুতিতে নজর দিয়েছে, যেন তারা পাকিস্তান দলের আক্রমণ সামলাতে পারে এবং নিজের সেরাটি মাঠে দেখাতে পারে। পাকিস্তান দলও মোটেও পিছিয়ে নেই। তারা দুপুরে অনুশীলন করবে, যা তাদের দিনের তাপমাত্রা এবং আর্দ্র পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহায্য করবে। কোচ এবং খেলোয়াড়রা নিজেদের কৌশল পর্যালোচনা করেছেন। পাকিস্তান দলের প্রধান লক্ষ্য হবে ভারতের ব্যাটসম্যানদের আক্রমণ সীমিত করা। তারা এমন কৌশল তৈরি করেছে যা ভারতীয় দলের ব্যাটিংয়ের দুর্বলতা চিহ্নিত করবে এবং তাদের মানসিক চাপ তৈরি করবে। এই ম্যাচটি কেবল দুই দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, বরং এটি দুই দেশের ক্রিকেট ভক্তদের জন্য এক ঐতিহ্যবাহী লড়াই। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের উত্তেজনা সর্বদা সর্বোচ্চ থাকে। সামাজিক মাধ্যম, সংবাদমাধ্যম, এবং অনলাইন সম্প্রচার থেকে এই উত্তেজনা প্রতিফলিত হয়। প্রতিটি অনুশীলন, প্রত্যেক খেলোয়াড়ের মুহূর্ত, স্বাগত অনুষ্ঠান, এবং মিডিয়া

মুখোমুখি হওয়া সব মুহূর্ত ফ্যানদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। আর্শদীপ সিংহের নাচ, স্থানীয় নৃত্যশিল্পী এবং ঢোলের তালে উদ্দীপনা পুরো পরিবেশকে উজ্জীবিত করেছে। ভারতীয় দলের কৌশল মূলত ব্যাটিংয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। ইশান কিশান এবং সূর্যকুমার যাদব ওপেনিং ও মিডল অর্ডারে দলের আক্রমণ চালাবেন। হার্দিক পাণ্ডিয়া ব্যাটিং ও বোলিং দুই ক্ষেত্রেই দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন। রিছু সিংহ ও তিলক বর্মা লাইনআপে ভারসাম্য রক্ষা করবেন। অভিষেক শর্মা বা সঞ্জু স্যামসন দলের শেষ ব্যাটিংয়ে ফিনিশিং পাওয়ার নিশ্চিত করবেন। কোচ গম্ভীর নিশ্চিত করেছেন, প্রতিটি খেলোয়াড় মাঠে মনোযোগী থাকবে এবং দলের লক্ষ্য সফল করতে পুরোটা দিবে। পাকিস্তান দলের কৌশলও শক্তিশালী। তারা ভারতের ব্যাটসম্যানদের আক্রমণ সীমিত করার জন্য প্রতিটি বলের পরিকল্পনা করছে। পাকিস্তানের বোলাররা আক্রমণাত্মক এবং দক্ষ, যারা সুইং, স্পিন এবং ফাস্ট বোলিংয়ের সমন্বয় করে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের চাপের মধ্যে রাখবে। তারা মানসিক শক্তি এবং কৌশলগত দক্ষতা দিয়ে মাঠে নামছে। ক্রিকেট বিশ্লেষকরা মনে করছেন, আজকের ম্যাচ কেবল দুই দলের জন্য নয়, পুরো দক্ষিণ এশিয়ার ক্রিকেট ভক্তদের জন্য উত্তেজনার মুহূর্ত। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের প্রতিটি বল, রান এবং উইকেট মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই দুই দলের খেলোয়াড় মানসিক ও শারীরিকভাবে পুরোপুরি প্রস্তুত। কলসোর আকাশে উচ্ছ্বাস এবং উত্তেজনা মিলেমিশে এক বিশেষ পরিবেশ তৈরি করেছে। খেলোয়াড়দের অনুশীলন, মিডিয়া’র সঙ্গে আলাপচারিতা, এবং বিমানবন্দর স্বাগত অনুষ্ঠানের প্রতিটি মুহূর্ত দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। ভারতীয় দলের লক্ষ্য হলো মাঠে নিজেদের শক্তি দেখানো এবং পাকিস্তান দলের উপর প্রভাব রাখা। পাকিস্তান দলও আত্মবিশ্বাসী এবং প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য মাঠে প্রস্তুত। মিডিয়া’র সঙ্গে আলাপচারিতায় হেড কোচ গম্ভীর বলেছেন, প্রতিটি খেলোয়াড়ের লক্ষ্য হবে প্রথম বল থেকে নিজের সেরাটি দেখানো। আমাদের প্রস্তুতি এবং কৌশল ঠিকঠাক রয়েছে। মাঠে আমাদের একটিও সুযোগ হাতছাড়া করা হবে না। এটি স্পষ্ট করে যে ভারতীয় দল মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে মাঠে নামছে। খেলোয়াড়দের ফোকাস, কৌশল এবং প্রস্তুতি ম্যাচের উত্তেজনা বাড়াবে। বিশেষ করে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের আক্রমণাত্মক দৃষ্টি, পাকিস্তানের বোলারদের প্রতিরোধ ক্ষমতা, এবং দলের মানসিক দৃঢ়তা পুরো ম্যাচকে হাই-ড্রেনেজ করেছে। প্রতিটি বল, রান, এবং প্রতিটি উইকেটের জন্য দুই দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। ম্যাচের আগে সংবাদমাধ্যমে এবং সামাজিক মাধ্যমে প্রতিটি মুহূর্ত ভাইরাল হচ্ছে। আর্শদীপ সিংহের নাচ এবং স্থানীয় স্বাগত অনুষ্ঠান ফ্যানদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। ভারতীয় দলের উদ্দীপনা এবং পাকিস্তান দলের আত্মবিশ্বাস মিলিয়ে পুরো ম্যাচকে ইতিহাসসম্মত করে তুলবে।

কোপা দেল রেইয়ে বার্সেলোনার বিপর্যয়, আতলেতিকোর কাছে ০-৪ গোলে বিধ্বস্ত

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ১৪ ফেব্রুয়ারি : বার্সেলোনা কোপা দেল রেইয়ের সেমিফাইনালে আতলেতিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে এক অবিশ্বাস্যভাবে বড় ধাক্কা খেল। ম্যাচের প্রথমার্ধে চারটি গোল হজম করে বার্সা এমন এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হলো যা

সঙ্গে সঙ্গে বার্সার মানসিকতা পিছিয়ে যায়। ১৪ মিনিটে গ্রিজম্যানের শক্তিশালী শট দ্বিতীয় গোল হিসেবে জালে ঢুকে আতলেতিকোর সুবিধাকে আরও দৃঢ় করে। ৩৩ মিনিটে অ্যাডেমোলা লুকম্যানের শটও বার্সার গোলপোস্টে ঢুকবে যায়, যার

ফলও ম্যাচের দিক থেকে বিস্ত্রয়ণ করে দেখা যায়, বার্সা প্রথমার্ধে আতলেতিকোর বিরুদ্ধে হারিয়েছে, যা আতলেতিকোকে সুবিধা দিয়েছে। প্রথম গোলের পর পুরো বার্সা দল মানসিক ভাবে পিছিয়ে যায়। আতলেতিকোর ধারাবাহিক আক্রমণ, কোকে ও গ্রিজম্যানের সমন্বয় এবং খুলিয়ান আলবারেসের চতুর্থ গোল বার্সার মানসিক চাপকে আরও বৃদ্ধি করে। দ্বিতীয়ার্ধে বার্সার খেলোয়াড়রা যতটা চেষ্টা করেছেন, আতলেতিকোর দুর্ভাগ্য তাদের কোনো সুযোগ দেয়নি। প্রতিটি গোলার পেছনে কৌশলগত পরিকল্পনা স্পষ্ট। আতলেতিকো তাদের খেলোয়াড়দের যথাযথ অবস্থানে রাখে এবং বার্সার ডিফেন্সকে ভাঙার জন্য সঠিক সময়ে আক্রমণ চালায়। বার্সা চেষ্টা করলেও প্রথমার্ধের ভুল এবং আতলেতিকোর ঘটিত তাদের গোল করতে ব্যর্থ করে না। এই ফলাফল বার্সার জন্য সত্যিকারের হার। ফ্লিক জানিয়েছেন, দলকে এই হারের ধাক্কা থেকে শিক্ষা নিয়ে পরবর্তী ম্যাচের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। বার্সার লা লিগার শীর্ষে থাকা সত্ত্বেও এই হারের ফলে তাদের কৌশলগত দুর্বলতা প্রকাশ পায়। ডিফেন্স ও মিডফিল্ডে সমন্বয়ের অভাব স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। হাল্দি ফ্লিক এই ভুলগুলো ঠিক করার জন্য দলের উপর মনোযোগী এবং পরবর্তী লিগ ও কোপা দেল রেইয়ের

ম্যাচের জন্য দলকে আরও শক্তিশালী করতে কাজ করছেন। কোপা দেল রেইয়ের সেমিফাইনালে আতলেতিকোর বিরুদ্ধে প্রথম লেগের এই ০-৪ হারের পর বার্সা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে। হারের ধাক্কা বড় হলেও, দলের উপর ভরসা রাখা এবং পরবর্তী ম্যাচের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। হাল্দি ফ্লিকের মনোভাব এবং সতর্ক পরিকল্পনা বার্সার জন্য পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শক্তিশালী জোগাবে। ম্যাচটি শুধু হারের জন্য নয়, বরং দলের কৌশলগত দুর্বলতা চিহ্নিত করার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বার্সার খেলোয়াড়রা একে অপরের সঙ্গে সমন্বয় ব্যর্থ হয়েছে এবং প্রথমার্ধে বিশেষত আত্মবিশ্বাস হারিয়েছিল। ফ্লিক এই ভুলগুলো ঠিক করতে চাইছেন এবং পরবর্তী লিগ ও কোপা দেল রেইয়ের ম্যাচের জন্য দলকে আরও শক্তিশালী করতে মনোযোগী। পরবর্তী কোপা দেল রেইয়ের ম্যাচে ঘরের মাঠে আতলেতিকোর বিরুদ্ধে লড়াই সহজ হবে না। তবে হাল্দি ফ্লিক বিশ্বাস করেন, সঠিক প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা নিয়ে দল ঘুরে দাঁড়াবে। তিনি নিশ্চিত করেছেন যে এই হারের পরও দল আত্মবিশ্বাস হারাবে না এবং পরবর্তী ম্যাচগুলোতে নিজেদের সক্ষমতা প্রমাণ করবে। এইভাবে কোপা দেল রেইয়ের সেমিফাইনালে আতলেতিকোর বিরুদ্ধে প্রথম লেগের এই পরাজয় বার্সার জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হারের ধাক্কা বড় হলেও, দলের আত্মবিশ্বাস, কৌশলগত পরিকল্পনা এবং ফ্লিকের নির্দেশনা তাদের পরবর্তী ম্যাচে শক্তিশালীভাবে ফিরতে সহায়তা করবে।

ইউরোপীয় ফুটবলে ইগর থিয়াগোকে ঘিরে সিটি-চেলসির টানাটানি



সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ১৪ ফেব্রুয়ারি : ইউরোপীয় ফুটবলে ট্রান্সফার উইন্ডো মানেই জল্পনা, গুঞ্জন আর শেষ মুহূর্তের নাকট। সেই তালিকায় এবার উঠে এসেছে ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার ইগর থিয়াগোর নাম। তরুণ

কুড়িয়েছে মাত্র কুড়ির কোঠায় বয়স, কিন্তু মাঠে তাঁর পরিপক্বতা অনেক সিনিয়র স্ট্রাইকারের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। ম্যানচেস্টার সিটি দীর্ঘদিন ধরেই এমন একজন ফরোয়ার্ডের খোঁজে আছে, যিনি প্রয়োজনে

সেন্টার-ফরোয়ার্ড ও উইং-দুই ভূমিকাতেই খেলতে পারেন। পেপ গার্ডিওলার দলে বল পায়ে রেখে আক্রমণ গড়ে তোলার পাশাপাশি দ্রুত কাউন্টার-অ্যাটাকেও দক্ষ হতে হয়। থিয়াগোর গতিশীলতা এবং অফ দ্য বল মুভমেন্ট সিটির কৌশলের সঙ্গে মানানসই বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। যদিও সিটির দলে তারকা ফরোয়ার্ডের অভাব নেই, তবু স্কোয়াডের গভীরতা বাড়াতে এবং দীর্ঘ মরশুমে ফিট-আখ্যাতের ঝুঁকি সামলাতে নতুন মুখ আনতে আগ্রহী তারা। অন্যদিকে চেলসি গত কয়েক মরশুম ধরে ধারাবাহিক গোলস্কোরারের অভাবে ভুগছে। একাধিক স্ট্রাইকার দলে এলেও প্রত্যাশমতো সাফল্য আসেনি। তাই তরুণ, শক্তিশালী ও উন্নতির সম্ভাবনাময় একজন ফরোয়ার্ডকে দলে ডেডোতে মরিয়া ব্রুজ শিখিরা ক্লাবের নতুন প্রকল্পে তরুণ ফুটবলারদের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সেই পরিকল্পনার সঙ্গে ইগর থিয়াগো বেশ মানানসই। তাঁর বয়স, ফিটনেস এবং উন্নতির সম্ভাবনা চেলসির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সঙ্গে খাপ খায়। ট্রান্সফার ফি নিয়েও ইতিমধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। থিয়াগোর বর্তমান ক্লাব তাকে ছাড়তে

ত্যাগছড়ো করছে না। বরং ভালো অফারের প্রস্তাব পেলে তবেই আলোচনায় বসতে রাজি। ইউরোপীয় বাজারে তরুণ ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকারদের চাহিদা বরাবরই বেশি। ফলে দর হাঁকানোর সুযোগও কম নয়। সুতরাং খবর, প্রাথমিকভাবে ৩০ থেকে ৪০ মিলিয়ন ইউরোর মধ্যে প্রস্তাব উঠতে পারে। তবে বিডিং ওয়ার শুরু হলে সেই অঙ্ক আরও বাড়তে পারে। ম্যানচেস্টার সিটির ক্ষেত্রে আর্থিক শক্তি বড় ফ্যাক্টর। তারা চাইলে দ্রুত চুক্তি সম্পন্ন করতে পারে। কিন্তু গার্ডিওলা সাধারণত এমন ফুটবলার চান, যিনি কেবল গোল করবেন না, বরং দলগত খেলায় অবদান রাখবেন। থিয়াগোর পাসিং, ড্রেসিং এবং ডিফেন্সিভ ওয়াক্ রেটও তাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সিটির স্কাউটিং টিম নাকি তাঁর একাধিক ম্যাচ বিশ্লেষণ করেছে। চেলসির পরিস্থিতি কিছুটা আলাদা। তারা দীর্ঘমেয়াদি প্রজেক্টে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। নতুন কোচিং সেটআপ তরুণ ফুটবলারদের নিয়ে দল গড়তে চাইছে। থিয়াগোকে সেই প্রকল্পের অন্যতম মুখ হিসেবে তারা

হচ্ছে। বিশেষ করে বজ্রের মধ্যে তাঁর পজিশনিং ও এয়ারিয়াল দক্ষতা প্রিমিয়ার লিগে কাজে লাগতে পারে বলে মনে করছেন ক্লাব কর্মকর্তারা। তবে প্রতিযোগিতা এখানেই শেষ নয়।

গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট

অযোধ্যা, আরসা, পুরুলিয়া
9875658238 / 8820071827 / 8334826975